POSTAL REG NO GDP- 43 / 2023--2025

আল্লাহ্‌র বাণী

وَمَنْ كَانَ مَرِيْضًا اَوْ عَلٰى سَفَرٍ فَعِدَّةٌ مِّنْ اَيَّامٍ اُخَرَ ؕ يُرِيْدُ اللّٰهُ بِكُمُ الْيُسْرَ وَلَا يُرِيْدُ بِكُمُ الْعُسْرَ ۫ وَلِتُكْمِلُوا الْعِدَّةَ وَلِتُكَبِّرُوا اللّٰهَ عَلٰى مَا هَدٰىكُمْ وَلَعَلَّكُمْ تَشْكُرُوْنَ (بقرہ:186)

কিন্তু যে কেহ রুগ্ন অথবা সফরে থাকে তাহা হইরে অন্য দিনে গণনা পূর্ণ করিতে হইবে; আল্লাহ্ তোমাদের জন্য স্বাচ্ছন্দ্য চাহেন এবং তোমাদের জন্য কাঠিন্য চাহেন না। এবং যেন তোমরা গণনা পূর্ণ কর এবং আল্লাহ্‌র মহিমা কীর্তন কর এই জন্য যে, তিনি তোমাদিগকে হেদায়াত দিয়ায়েছন এবং যেন তোমরা কৃতজ্ঞতা প্রকাশ কর।

(বাকারা: ১৮৬)

بسم الله الرحمن الرحيم نحمده ونصلي على رسوله الكريم وعلى عبده المسيح الموعود

وَلَقَدْ نَصَرَكُمُ اللّٰهُ بِبَدْرٍ وَّاَنْتُمْ اَذِلَّةٌ

বদর

সাপ্তাহিক কাদিয়ান

Weekly BADAR Qadian Bangla

www.akhbarbadarqadian.in

খণ্ড 8 | সংখ্যা 14

সম্পাদক: তাহের আহমদ মুনির

সহ-সম্পাদক: মির্যা সফিউল আলাম

বৃহস্পতিবার 6 ই এপ্রিল, 2023 14 রমযান 1444 A.H

আহমদীয়া সংবাদ

সৈয়্যদনা হযরত আমীরুল মোমিনীন খলীফাতুল মসীহ আল খামেস (আইঃ) আল্লাহ্‌র কৃপায় কুশলে আছেন। আলহামদো লিল্লাহ। জামাতের সদস্যদের নিকট হুযূর আনোয়ারের সুসাস্থ্য ও দীর্ঘায়ু এবং হুযুরের যাবতীয় উদ্দেশ্যাবলী পূর্ণ হওয়ার জন্য ও তাঁর সুরক্ষার জন্য দোয়ার আবেদন রইল। আল্লাহ তা'লা সর্বদা হুযুরের রক্ষক ও সাহায্যকারী হউক। আমীন।

রসুলুল্লাহ্ (সা.)-এর বাণী

ফজর ও এশার নামাযের গুরুত্ব

যাচনা করা থেকে বিরত থাকার নির্দেশ

১৪৮০) হযরত আবু হুরাইরাহ (রা.)-এর পক্ষ থেকে বর্ণিত হয়েছে যে, আঁ হযরত (সা.) বলেছেন:

তোমাদের মধ্য থেকে যদি কোন ব্যক্তি রজ্জু নিয়ে সকালে জঙ্গলের দিকে রওনা হয়ে যায় এবং জ্বালানি কাঠ সংগ্রহ করে সেগুলি বিক্রি করে নিজের অন্ন সংস্থান করে এবং সদকাও করে। তার জন্য লোকের কাছে চাওয়ার থেকে এই কাজটি উত্তম।

সদকা কৃত বস্তু ফিরিয়ে নেওয়ার নিষেধাজ্ঞা

১৪৮৯) হযরত আব্দুল্লাহ্ বিন উমর (রা.)-এর পক্ষ থেকে বর্ণিত হয়েছে যে, হযরত উমর বিন খাত্তাব (রা.) আল্লাহর পথে একটি ঘোড়া সদকা হিসেবে দেন। অতঃপর তিনি সেটিকে বিক্রি হতে দেখে নিজেই কিনে নিতে চান। তিনি (রা.) নবী করীম (সা.)-এর কাছে এসে এর অনুমতি প্রার্থনা করেন। আঁ হযরত (সা.) বললেন, নিজের সদকা কৃত বস্তু ফিরিয়ে নিও না।

১৮৮৫) হযরত মিকদাম (বিন মাআদী কারাব) (রা.)-এর পক্ষ থেকে বর্ণিত হয়েছে যে, নবী করীম (সা.) বলেছেন, মানুষের নিজের হাতে উপার্জিত অর্থে আহার করার চাইতে উত্তম আহার নেই। আল্লাহ্ তা'লার নবী হযরত দাউদ (আ.) নিজের হাতে উপার্জিত অর্থেই সংসার নির্বাহ করতেন।

(সহী বুখারী, ৩য় খণ্ড, কিতাবু যাকাত, কাদিয়ান থেকে মুদ্রিত)

জুমআর খুতবা, ১৭ ই ফেব্রুয়ারী, ২০২৩
সফর বৃত্তান্ত (যুক্তরাষ্ট্র)
প্রশ্নোত্তর পর্ব

আঁ হযরত (সা.) ঐশীগুণাবলীর বিকাশস্থল খোদা তা'লা রসুলুল্লাহ্ (সা.)-এর সত্তায় সূরা ফাতিহায় বর্ণিত চারটি গুণাবলী প্রদর্শন করেছেন।

হযরত মসীহ মাওউদ (আঃ)-এর বাণী

আঁ হযরত (সা.) ঐশী গুণাবলীর বিকাশস্থল

আমি সুরা ফাতিহার () চারটি ঐশী গুণাবলীর মধ্যে দেখাতে চেয়েছি যে সেই চারটি বৈশিষ্ট্য রসুলুল্লাহ্ (সা.) -এর মধ্যে বিদ্যমান। আর খোদা তা'লা রসুলুল্লাহ্ (সা.)-এর সত্তায় সেই চারটি গুণাবলী প্রদর্শন করেছেন। অর্থাৎ এই গুণাবলী দাবি ছিল আর রসুলুল্লাহ্ (সা.)-এর সত্তা ছিল এর প্রমাণ। রাবুবিয়্যত বা প্রতিপালনের গুণটি তাঁর সত্তায় কিভাবে প্রমাণিত হয়েছে তা সেই বছরের শিশুটির প্রতি লক্ষ্য করে অনুমান করুন, যে কিনা বিভ্রান্ত হয়ে মক্কার বনে বাদাড়ে ঘুরে বেড়াতো, বাহ্যত যার জন্য কোনও পথ খোলা ছিল না। কে জানত যে ইসলাম পৃথিবীর প্রান্তে প্রান্তে ছড়িয়ে পড়বে এবং এই শিশুটির অনুসারীর সংখ্যা ৯০ কোটিতে পৌঁছে যাবে? কিন্তু আজকে দেখুন, আজ পৃথিবীর জনপদ নেই যেখানে মুসলমান নেই। এরপর দেখুন রহমান গুণটি। যার দ্বারা বোঝানো হয় যে মানুষের কোনও কাজ ছাড়ায় সফলতা তথা চাহিদার উপকরণ দান করা। কিরূপ ঐশী করুণা ছিল যে, তাঁর আবির্ভাবের পূর্বেই প্রয়োজনীয় শক্তিবৃত্তি সৃষ্টি করে রাখেন। উমর (রা.) শিশুদের ন্যায় খেলা করতেন, আবু বাকার (রা.) যিনি কাফের পরিবারে জন্ম নিয়েছিলেন, অনুরূপ আরও অনেক সাহাবা ছিলেন যারা তাঁর সঙ্গ দিয়েছিলেন। অর্থাৎ আল্লাহ তা'লার 'রমানিয়্যত' তাঁদেরকে আঁ হযরত (সা.)-এর আবির্ভাবের পূর্বেই তৈরী করে রেখেছিল। ইসলামের সপক্ষে খোদার অযাচিত দানশীলতার এমন বহু দৃষ্টান্ত আমরা দেখতে পাই যা বিশদে বর্ণনা করা সম্ভব নয়। তথাপি, আঁ হযরত (সা.)-এর নিরক্ষর হওয়া খোদার করুণাকে আকর্ষণ করে আর নবী করীম (সা.) সম্পর্কে তিনি বলেছেন- هُوَ الَّذِيْ بَعَثَ فِي الْأُمِّيّٖنَ رَسُوْلًا (সূরা জুমআ:৩) ঐশী দানশীলতার উদ্দেশ্য নিম্নোক্ত প্রবাদবাক্যে চমৎকারভাবে ফুটিয়ে তোলা হয়েছে।

''کردے کرادے اور اٹھانے والا ساتھ دے۔''

অর্থাৎ আমার কাজ করিয়ে দাও, আমার কাজ করে দও এবং আমাকে এমন একজন দান কর যে আমার বোঝা বহন করবে।

ইসলামের আবির্ভাবের সঙ্গে এই ঘটনা ঘটেছে। ইসলাম যেন খোদার ক্রোড়ে এক শিশু। এর সমস্ত কাজ ও চাহিদাবলী স্বয়ং খোদা পূর্ণ করে দেন। এর প্রতি কোনও মানুষের অনুগ্রহ নেই। অনুরূপভাবে আরেকটি ঐশী গুণাবলী হল রহীম বা বার বার ক্ষমাশীল, যিনি পরিশ্রমকে বিফলে যেতে দেন না। এর বিপরীত হল পরিশ্রম করেও ব্যর্থ হওয়া। কেমন স্পষ্টভাবে রসুলুল্লাহ্ (সা.)-এর সঙ্গে রহীমীয়ত গুণের বিকাশ ঘটছে তা লক্ষ্য করুন। এমন কোনও যুদ্ধ হয় নি যাতে তিনি জয়লাভ করেন নি। অল্প কাজ করেছেন কিন্তু প্রতিদান পেয়েছেন বহুগুণ। বিদ্যুতের ছটার ন্যায় তাঁর বিজয় উদ্ভাসিত হয়েছে। সিরিয়া ও মিশর বিজয় দেখুন। ইতহাসে এমন কোনও ব্যক্তি নেই যে সঠিক অর্থে এমন সফলতা অর্জন করতে পেরেছে, যেমনটি আমাদের নবী (সা.) করতে পেরেছেন।

(মালফুযাত, ১ম খণ্ড, পৃ: ৪৫৪)

প্রত্যেক ব্যক্তির আত্মীয়স্বজন, মিসকীন ও মুসাফির-এর অধিকার রয়েছে।
আঁ হযরত (সা.) বলেছেন, যখন তোমরা কোনও বসতি যাও, তখন তিন দিন পর্যন্ত আতিথ্য লাভ তোমাদের অধিকার।
এই আদেশ যদি সারা পৃথিবীতে বলবৎ হয় তবে হোটেল ও সরাইখানার কারণে যে সব পাপাচার সৃষ্টি হয়েছে সেগুলি সব মিটে যাবে।

وَاٰتِ ذَا الْقُرْبٰى حَقَّهٗ وَالْمِسْكِيْنَ وَابْنَ السَّبِيْلِ وَلَا تُبَذِّرْ تَبْذِيْرًا

অনুবাদ: আত্মীয়স্বজন এবং মিসকিন এবং মুসাফিরদেরকে তাদের অধিকার প্রদান কর এবং কোনও প্রকার অপব্যায় করো না।

(সূরা বনী ইসরাঈল-২৭)- এই আয়াতের ব্যাখ্যায় সৈয়্যদানা হযরত মুসলেহ মওউদ (রা.) বলেন- এই আয়াতে বলা হয়েছে যে, প্রত্যেক ব্যক্তির আত্মীয়স্বজন, মিসকীন ও মুসাফির-এর অধিকার রয়েছে। আত্মীয়স্বজন মানুষের উপার্জনে অনেকভাবে সাহায্য করে থাকে। তাই তার অর্থ-সম্পর্দে সকলের অধিকার থাকে। যেমন- মাতাপিতা যদি তাদের এক ছেলেকে লেখাপড়া শেখায় আর সেই ছেলে উচ্চ পদস্থ অফিসার হয়ে যায় আর বাকি ভাইয়েরা জ্ঞানার্জন থেকে বঞ্চিত থাকে, তবে সেই পদাধিকারীর সম্পদে বাকি ভাইয়েদেরও অধিকার থাকে। কেননা, যে অর্থ দিয়ে তাকে লেখাপড়া শেখানো হয়েছে তাতে সকলের অধিকার ছিল। (এরপর ৯ পাতায়.....)

প্রিন্টার ও পাবলিশার জামিল আহমেদ নাসের ফজলে উমর প্রিন্টিং প্রেস কাদিয়ান থেকে মুদ্রণ করে আখবার বদর কাদিয়ান অফিস থেকে প্রকাশ করছে: প্রো: তত্বাবধায়ক, বদর বোর্ড কাদিয়ান

হুযুর আনোয়ার (আই.)-এর যুক্তরাষ্ট্র সফর, ২০২২

মজলিস আনসারুল্লাহ্‌র আমেলা সদস্যদের সঙ্গে বৈঠক

যুক্তরাষ্ট্রের আমীর সাহেব নিম্নোক্ত অঙ্গীকার বাক্য পাঠ করেন এবং বাকি আনসারবর্গ তাঁকে অনুসরণ করেন।

'আমি আল্লাহ্ তা'লারকে সাক্ষী জ্ঞান করে অঙ্গীকার করছি-

জামাতের ব্যবস্থাপনার পক্ষ থেকে যে কাজ আমার উপর ন্যস্ত হয়েছে তা পুরো পরিশ্রম ও বিশ্বস্ততার সঙ্গে সম্পাদন করার চেষ্টা করব।

২) আমি খোদা তা'লার সঙ্গে বিশ্বস্ততার সম্পর্ক রেখে চলব এবং খিলাফত ব্যবস্থার প্রতি সর্বদা বিশ্বস্ত থাকব।

৩) আমি জামাতের ব্যবস্থাপনার দৃঢ়তা এবং সুরক্ষার জন্য শেষ নিঃশ্বাস পর্যন্ত সংঘর্ষ করতে থাকব এবং নিজের সন্তানকেও খিলাফতের সঙ্গে সম্পৃক্ত থাকার এবং এর আশিসসমূহ থেকে কল্যাণমণ্ডিত হওয়ার উপদেশ দিতে থাকব।

৪) আমি জামাতের প্রত্যেক ব্যক্তির সঙ্গে বিনয় ও সহানুভুতিপূর্ণ আচরণ করব। আমি তাদের সত্যিকার হিতাকাঙ্খী হব। এছাড়াও ব্যক্তিগত সম্পর্ক বা মতানৈক্যের উর্দ্ধে এসে সব সময় ন্যায় নিরেপক্ষপূর্ণভাবে নিজের কর্তব্য পালন করে যাব।

৫) আমেলাদের বৈঠকের কার্যক্রম এবং জামাতের সদস্যদের ব্যক্তিগত বিষয়াবলীকে সব সময় গোপন ও সুরক্ষিত রখব।

৬) আমি আমার সম্পূর্ণ মুক্ত মনে উর্দ্ধতন কর্তৃপক্ষের আদেশকে শিরোধার্য করব এবং অধীনস্তদের প্রতি স্নেহ ও ভ্রাতৃত্বপূর্ণ আচরণ করব।

৮) আমি খলীফাতুল মসীহর সত্যিকার বিশ্বস্ত থাকব এবং সত্য অন্তঃকরণে সর্বদা তাঁর পূর্ণ আনুগত্য করব। ইনশাআল্লাহ॥ আল্লাহ্ তা'লা আমাকে এই অঙ্গীকার পূরণের তৌফিক দান করুন। আমীন।

হুযুর আনোয়ার বলেন- প্রত্যেক জামাতের প্রত্যেক সদস্য এই অঙ্গীকারনামা পাঠ করে সাক্ষর করবে।

হুযুর আনোয়ার বলেন- যখন স্থানীয় স্তরেও কর্মকর্তারাা এই অঙ্গীকারনামা পাঠ করে সাক্ষর করবে, তখন এর থেকেও উপকার হবে। বস্তুত এটা হযরত খলীফাতুল মসীহ সানি (রা.)-এর ধারণা ছিল যে, সদর আঞ্জুমান আহমদীয়ার সদস্য ও পদাধিকারীগণের জন্য একটি অঙ্গীকারনামা হওয়া উচিত। কিন্তু কারণবশত, সেই সময় তা বাস্তবায়িত হয় নি। এরপর খলীফাতুল মসীহ সালেস (রাহে.) খিলাফতকালে একটি অঙ্গীকারনামা গদ মঞ্জুর হয়। সেই সময়ও এটি বাস্তবায়িত হওয়ার জন্য সেটিকে জামাতগুলিতে পাঠানো সম্ভব হয় নি। এখন এটিতে কিছু কিছু পরিবর্তন সহকারে আমি জামাতগুলিতে পাঠিয়েছি। আমার ধারণা, এতে উপকার হবে। মানুষের মধ্যে নিজেদের দায়িত্ব সম্পর্কে সচেতনতা তৈরী হবে, খিলাফতের প্রতি তাদের অঙ্গীকার সম্পর্কে তারা সচেতন থাকবে। এর থেকে তারা নিজেদের অঙ্গীকারের গুরুত্ব অনুধাবন করতে পারবে।

তাহরীকে জাদীদ

এরপর হুযর আনেয়ার (আই.)-এর জিজ্ঞাসার উত্তরে ন্যাশনাল তাহরীকে জাদীদ সেক্রেটারী বলেন, গত বছর মোট ২৭ লক্ষ ডলার চাঁদা আদায় হয়েছিল।

হুযুর আনোয়ার বলেন, আনসারুল্লাহ্ দফতর আমি জানিয়েছে যে, তারা ২১ লক্ষ ডলার তাহরীকে জাদীদের জন্য একত্রিত করেছে। এর অর্থ লাজনা ও খুদ্দাম কেবল ১৫ লক্ষ ডলার চাঁদা দিয়েছে?

হুযুর আনোয়ার বলেন- আপনাদের প্রায় ৫০ শতাংশ মহিলা উপার্জনশীল। তাই তাদের পক্ষ থেকে আরও বেশি কুরবানী হওয়া বাঞ্ছনীয়। সাধারণত অঙ্গ সংগঠনগুলিতে প্রতিটি অঙ্গসংগঠনের মোট চাঁদার এক-তৃতীয়াংশ হয়ে থাকে।

ন্যাশনাল সেক্রেটারী তাহরীকে জাদীদ বলেন, গত বছর লাজনারা ১০ লক্ষ ডলার চাঁদা সংগ্রহ করেছিল। হুযুর আনোয়ার বলেন, এর অর্থ ১৫ লক্ষ ডলার আনসারদের অংশ ছিল, ১০ লক্ষ ডলার লাজনা ইমাউল্লাহর ছিল আর খুদ্দামরা মাত্র পাঁচ লক্ষ ডলার একত্রিত করেছে।

লাজনা ইমাউল্লাহ এই মসজিদের জন্য ১৭লক্ষ ডলার দিয়েছিল, যদি তারা তাহরীকে জাদীদের জন্যও কুরবানী করেছিল।

যুক্তরাজ্য, জার্মানী ও কানাডার মত দেশে তাহরীকে জাদীদ ও ওয়াকফে জাদীদের দ্বারা সংগৃহিত চাঁদার এক-তৃতীয়াংশ খুদ্দামুল আহমদীয়ার পক্ষ থেকে হয়ে থাকে। এই জন্য খুদ্দামুল আহমদীয়াকে এক্ষেত্রে এগিয়ে আসা উচিত, পিছিয়ে থাকা উচিত নয়।

হুযুর আনোয়ার জিজ্ঞাসা করলে ন্যাশনাল তাহরীক জাদীদ সেক্রেটারী বলেন, এবছর আমাদের লক্ষ্য হল ৩২ লক্ষ ডলার। ইনশাআল্লাহ্ আমরা এই লক্ষ্যমাত্রা অর্জন করতে সক্ষম হব। এরজন আমরা পুরোপুরি চেষ্টা করছি। কুড়ি লক্ষ আদায় হয়ে গেছে। বাকিও আদায় হয়ে যাবে ইনশাআল্লাহ। হুযুরের দোয়া চাই।

হুযুর আনোয়ার বলেন-বছর শেষ হতে আর দুই সপ্তাহ বাকি আছে। দোয়া তো অবশ্যই করি, কিন্তু আপনাদেরকেও পরিশ্রম করতে হবে।

হুযুর আনোয়ারের প্রশ্নের উত্তরে ন্যাশনাল সেক্রেটারী তাহরীক জাদীদ বলেন, যুক্তরাষ্ট্রের জামাতের মোট সদস্য সংখ্যা ২২ হাজার ৫৫০জন।

হুযুর আনোয়ার বলেন, যুক্তরাজ্যের জামাতের মোট সদস্য সংখ্যা প্রায় ৪০ হাজার যার মধ্যে ১৫ হাজার লাজনা। এখানে যুক্তরাষ্ট্রে লাজনাদের সংখ্যা ৯ হাজার। যুক্তরাজ্যে লাজনাদের মধ্যে বিরাট সংখ্যক লাজনা মোটা বেতনের চাকরীও করে না। কিছু সংখ্যক লাজনা হয়তো করে, কিন্তু তারা ছোট খাট চাকরী করে থাকে। তারা গত বছর প্রায় ৮০ লক্ষ পাউন্ড চাঁদা আদায় করেছে। এখানে যুক্তরাষ্ট্রে আপনাদের সকলেই উপার্জনশীল সদস্য, ৩০ শতাংশ সদস্য লাজনা। আর তাদের মধ্যে একটা বিরাট অংশ নিজেদের কর্মক্ষেত্রে দক্ষতা অর্জন করে ফেলেছেন আর তাদের বেতনও ভাল। তাই আপনি তাদেরকে উদ্বুদ্ধ করলে নিশ্চয় তারা চাঁদা দান করবে।

ওসীয়্যত

এরপর ন্যাশনাল সেক্রেটারী ওসায়া (ওসীয়্যত) নিজের পরিচয় জ্ঞাপন করেন। হুযুর আনোয়ারের প্রশ্নের উত্তরে নিজের রিপোর্ট পেশ করে বলেন, উপার্জনশীল সদস্যদের মধ্য থেকে ৫০ শতাংশের ওসীয়্যতের লক্ষ্যমাত্রা এখনও পূর্ণ হয় নি। এখনও পর্যন্ত ৩১ শতাংশ উপার্জনশীল সদস্য ওসীয়্যত করিয়েছেন।

মুসীদের মোট সংখ্যা ৩৯৫৯জন। আর উপার্জনশীলদের মোট সংখ্যা ৮২৩০জন আর তাদের মধ্যে ২৫৭৯জন মূসী।

হুযুর আনোয়ার বলেন, লক্ষ্যমাত্রা ছুঁতে গেলে এখনও আপনাদেরকে আরও ১৯ শতাংশ মুসী বৃদ্ধি করতে হবে। এরজন্য আপনি কি পদক্ষেপ নিচ্ছেন?

সেক্রেটারী সাহেব বলেন, ব্যক্তিগতভাবে সম্পর্ক তৈরী করছি। অনুরূপভাবে ওয়েবিনার ও সেমিনারের আয়োজন করছি আর মুরুব্বীদের সহায়তা নিয়ে সম্পর্কও তৈরী করছি।

হুযুর আনোয়ার বলেন, অঙ্গ সংগঠনগুলি থেকে আপনার সাহায্য নেওয়া উচিত। আনসার, লাজনা এবং খুদ্দামদের সাহায্য নিন। সংগঠনগুলিও ওসীয়তের জন্য সহায়ক সদর রেখেছে। আপনি তাদের সাহায্য নিন।

তরবীয়্যত বিভাগ

এরপর নায়েব আমীর ও ন্যাশনাল সেক্রেটারী তরবীয়ত নিজের পরিচয় জ্ঞাপন করেন। হুযুর আনোয়ার বলেন, আপনাদের মোট তাজনীদ ২২ হাজার ৫৫০ জন। এর মধ্য থেকে প্রায় ৮ হাজার ২০০ উপার্জনশীল। তাই ১২ বছরের উর্দ্ধে যারা তাদের সংখ্যা প্রায় ১৫ হাজার। এই পনেরো হাজারের মধ্যে কতজন নিয়মিত পাঁচ ওয়াক্ত নামায পড়ে?

ন্যাশনাল সেক্রেটারী তরবীয়ত বলেন, আমাদের মূল লক্ষ্য থাকে নামায, তিলাওয়াত এবং হুযুর আনোয়ারের খুতবা শোনার বিষয়ে। আমরা গতবার যে সমীক্ষা করেছিলাম সেই অনুসারে ৬১ শতাংশ মানুষ নামায পড়ে।

হুযুর আনোয়ারের প্রশ্নের উত্তরে সেক্রেটারী সাহেব বলেন, সমীক্ষা অনুসারে পাঁচ ওয়াক্ত নামায আদায়কারী দের সংখ্যা ৭ হাজার ৫৯৯জন।

হুযুর আনোয়ার বলেন, মোট তাজনীদ ২২ হাজার, এর মধ্য থেকে ৭ হাজারের কাছাকাছি নামায পড়ে। এটা তো প্রায় ৩০ শতাংশের কাছাকাছি দাঁড়ায়। এদের মধ্যে যাদের জন্য নামায ফরজ হয়েছে, তাদের সংখ্যা যদি প্রায় ১৫ হাজার হয়, তবে হয়তো এই সংখ্যা প্রায় ৬০ শতাংশই হবে।

হুযুর আনোয়ারের জিজ্ঞাসার উত্তরে সেক্রেটারী সাহেব বলেন, অতিমারি শুরু হওয়ার পূর্বে ২৮২টি নামায সেন্টার ছিল। অতিমারি শুরু হওয়ার পর সেগুলির সংখ্যা অনেকটাই কমে গেছে। প্রায় ৬০ টি জামাত রয়েছে। আমাদের লক্ষ্য, প্রতি পঞ্চাশজন সদস্য পিছু একটি করে নামায সেন্টার তৈরী করা। আখন আমরা পুনরায় এই কাজ শুরু করেছি আর আল হামদোলিল্লাহ ১৩৭টি সেন্টা তৈরী হয়ে গেছে।

হুযুর আনোয়ার জানতে চান যে, এগুলির মধ্যে কতগুলি সেন্টার পাঁচ ওয়াক্ত নামাযের জন্য খোলা থাকে?

সেক্রেটারী তরবীয়ত বলেন, পাঁচ ওয়াক্ত নামাযের জন্য খোলা থাকে এমন সেন্টারের সংখ্যা অনেক কম। মসজিদগুলির মধ্যে ৮০ শতাংশ মসজিদ পাঁচ ওয়াক্তের নামাযের জন্য খোলা থাকে। যে সমস্ত মসজিদে মুবাল্লিগ নিযুক্ত আছেন, সেগুলি পাঁচ

এরপর ১০ পাতায়....

মসীহ মওউদ (আ.)-এর বাণী

দোয়ার জন্য হৃদয় যখন বেদনায় পূর্ণ হয়ে যায় এবং সকল আবরণকে বিদীর্ণ করে ফেলে, সেই সময় বুঝে যাওয়া উচিত যে দোয়া কবুল হয়েছে। এটি মহান নাম। **(মালফুযাত, ৩য় খণ্ড, পৃ: ১০০)**

দোয়াপ্রার্থী: **Pervez Hossain Sb, Bolpur, Birbhum**

যুগ খলীফার বাণী

আপনাদের সব সময় মনে রাখতে হবে যে জামাতের উন্নতি, ইসলামের পুনরুত্থান এবং বিশ্ব-শান্তি লাভ অবশ্যই মূলত খিলাফতে আহমদীয়ার সঙ্গে সম্পৃক্ত। **(২০১৯ সালে মার্শাল আইল্যাণ্ড জলসায় প্রদত্ত হুযুরের বার্তা)**

দোয়াপ্রার্থী: **Abdus Salam, Nararvita (Assam)**

জুমআর খুতবা

শক্তি, দয়া এবং নৈকট্যের নিদর্শন তোমাকে দেওয়া হচ্ছে। কৃপা ও অনুগ্রহের নিদর্শন তোমাকে প্রদান করা হচ্ছে। বিজয় ও সাফল্যের চাবি তুমি পেতে যাচ্ছ। হে বিজয়ী! তোমার প্রতি সালাম।

তোমার জন্য সুসংবাদ! এক সুদর্শন এবং পবিত্র পুত্র সন্তান তোমাকে দেওয়া হবে। এক মেধাবী সেবক পুত্র তুমি লাভ করবে। সেই ছেলে তোমারই ঔরসজাত, তোমারই পরবর্তী প্রজন্ম ও বংশধর হবে।

বিরোধিতা করতে চাইলে সর্বাগ্রে মুবাল্লিগ প্রস্তুত করো। ভিন দেশে তাদের প্রতিদ্বন্দ্বিতায় ইসলাম প্রচার করো। মির্যায়ীদের গালিগালাজ করানো এটি কোন ধরনের ভদ্রতা। এটি কি ইসলামের প্রচার? বরং এটি তো ইসলামের দুর্নাম করার নামান্তর।

"আল্লাহ্ তা'লার অনুগ্রহে ও কৃপায় কুরআন শরীফের পুরো অনুবাদ সম্পন্ন হয়ে গিয়েছে। অর্থাৎ আলহামদুলিল্লাহ্ থেকে নিয়ে ওয়ান্নাস পর্যন্ত (অনুবাদ) তফসীরে সগীর আকারে (প্রকাশিত হয়েছে), যার সাথে তফসীরে কবীরের তুলনা করলে জানা যায় যে, এমন অনেক বিষয় সংক্ষিপ্তভাবে এতে বর্ণিত হয়েছে যা তফসীরে কবীরেও নেই।"

আমি দাবী করে বলতে পারি, মুসলমান অথবা অমুসলিম ইতিহাসবীদদের মধ্যে অল্পসংখ্যক ব্যক্তি রয়েছেন যারা হযরত উসমান (রা.) এর যুগের মতবিরোধের মূলকারণ পর্যন্ত পৌঁছতে পেরেছে এবং এ ভয়ংকর ও প্রথম গৃহযুদ্ধের প্রকৃত কারণ বুঝতে সক্ষম হয়েছে। হযরত মির্জা সাহেব কেবল গৃহযুদ্ধের কারণসমূহ বুঝতে সক্ষম হন নাই বরং তিনি অত্যন্ত স্পষ্ট এবং সাবলীলভাবে সেসব কারণ ও ঘটনাসমুহ বর্ণনা করেছেন যার কারণে দীর্ঘকাল পর্যন্ত খেলাফতের প্রাসাদ নড়বড়ে ছিল। (সৈয়দ আব্দুল কাদের সাহেব)

তাঁর অন্যান্য ধর্মবিশ্বাস যাই হোক না কেন কুরআন ও কুরআনের জ্ঞানের বিশ্বময় প্রচার এবং বিশ্বব্যাপী ইসলাম প্রচারের জন্য স্বীয় দীর্ঘ জীবনে পরিশ্রম এবং বীরত্ব ও সাহসিকতার সাথে যে চেষ্টা ও প্রচেষ্টা তিনি চালিয়ে গেছেন- তার জন্য আল্লাহ্ তা'লা তাকে পুরস্কৃত করুন। আর তাঁর এসব সেবার কারণে তাঁর প্রতি সাধারণ বিষয়াদির ক্ষেত্রে ক্ষমাসুলভ আচরণ করুন। জ্ঞানের আলোকে কুরআনের সত্যতা এবং তত্ত্বজ্ঞান সম্পর্কিত যে তফসীর এবং ব্যাখ্যা বিশ্লেষণ আর অনুবাদ তিনি করে গেছেন এরও এক সুমহান ও স্বতন্ত্র বৈশিষ্ট্য রয়েছে।"

(মৌলানা আব্দুল মাজেদ দারিয়াবাদি)

এই তফসীরে হযরত মসীহ্ মওউদ (আ.) -এর ব্যাখ্যা, হযরত খলীফাতুল মসীহ্ আউয়াল (রা.)'র ব্যাখ্যা এবং আমার ব্যাখ্যাও সন্নিবেশিত হবে। আর খোদা তা'লা যেহেতু হযরত মসীহ্ মওউদ (আ.) -কে আপন সত্তারপরশে সেসব জ্ঞানে ভূষিত করেছিলেন যা এ যুগের জন্য অপরিহার্য । তাই আমি প্রত্যাশা রাখি এই তফসীর অসংখ্য রোগীকে আরোগ্যদানের কারণ হবে।

সৈয়্যদনা আমিরুল মো'মিনিন খলিফাতুল মসীহ্ আল খামিস (আইঃ) কর্তৃক লন্ডনের টিলফোর্ড স্থিত মসজিদে মুবারকে প্রদত্ত ১৭ ফেব্রুয়ারী, ২০২৩, এর জুমুআর খুতবা (১৭ তবলীগ ১৪০২ হিজরী শামসী)

সৌজন্যে: আল-ফযল ইন্টারন্যাশনাল লন্ডন

أَشْهَدُ أَنْ لَّا إِلٰهَ إِلَّا اللّٰهُ وَحْدَهُ لَا شَرِيكَ لَهُ وَأَشْهَدُ أَنَّ مُحَمَّدًا عَبْدُهُ وَرَسُولُهُ

أَمَّا بَعْدُ فَأَعُوذُ بِاللّٰهِ مِنَ الشَّيْطٰنِ الرَّجِيمِ - بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِيمِ -

اَلْحَمْدُ لِلّٰهِ رَبِّ الْعٰلَمِيْنَ - الرَّحْمٰنِ الرَّحِيْمِ - مٰلِكِ يَوْمِ الدِّيْنِ - اِيَّاكَ نَعْبُدُ وَاِيَّاكَ نَسْتَعِيْنُ -

اِهْدِنَا الصِّرَاطَ الْمُسْتَقِيْمَ - صِرَاطَ الَّذِيْنَ اَنْعَمْتَ عَلَيْهِمْ غَيْرِ الْمَغْضُوْبِ عَلَيْهِمْ وَلَا الضَّآلِّيْنَ -

যেমনটি প্রত্যেক আহমদী জানে যে, ২০শে ফেব্রুয়ারি দিনটি (আমাদের) জামা'তে মুসলেহ্ মওউদ সংক্রান্ত ভবিষ্যদ্বাণীর বরাতে স্মরণ করা হয়। আর এই উপলক্ষ্যে জামা'তসমূহে জলসাও উদ্‌যাপিত হয়। এবার ২০শে ফেব্রুয়ারি তিন দিন পরে আসবে, কিন্তু আমি যথোপযুক্ত মনে করেছি যে, আজকের খুতবায় এসম্পর্কে কিছু কথা উপস্থাপন করব।

এই ভবিষ্যদ্বাণী হযরত মসীহ্ মওউদ (আ.)-এর ঘরে এক পুত্র সন্তানের জন্মগ্রহণ (সম্পর্কে) ছিল, যে বহু গুণের আধার হবে। আল্লাহ্ তা'লার বিশেষ সাহায্য ও সমর্থন সে লাভ করবে। হযরত মসীহ্ মওউদ (আ.) এই ভবিষ্যদ্বাণীকে এভাবে বর্ণনা করেছেন যে, তিনি বলেন, সম্মানিত ও মহামহিম আল্লাহ্ তা'লার এলহাম এবং সংবাদ অনুযায়ী প্রথম ভবিষ্যদ্বাণী হলো, "পরম দয়ালু ও করুণাময় এবং সুমহান খোদা, যিনি সবকিছুর ওপর আধিপত্য রাখেন , (যিনি মহা মর্যাদাবান ও গৌরবময় নামের অধিকারী), আমাকে নিজ এলহাম দ্বারা সম্বোধন করে বলেন, আমার সমীপে তোমার প্রার্থনা অনুযায়ী তোমাকে আমি দয়ার একটি নিদর্শন দিচ্ছি। অতএব আমি তোমার আকুতি-মিনতি শুনেছি এবং তোমার দোয়াসমূহকে নিজ কৃপাগুণে গ্রহণ করেছি আর তোমার (হুশিয়ারপুর ও লুধিয়ানার) সফরকে তোমার জন্য কল্যাণময় করেছি। অতএব শক্তি, দয়া এবং নৈকট্যের নিদর্শন তোমাকে দেওয়া হচ্ছে। কৃপা ও অনুগ্রহের নিদর্শন তোমাকে প্রদান করা হচ্ছে। বিজয় ও সাফল্যের চাবি তুমি পেতে যাচ্ছ। হে বিজয়ী! তোমার প্রতি সালাম।

খোদা একথা বলেছেন, যেন জীবন প্রত্যাশীরা মৃত্যুর কবল হতে মুক্তি লাভ করে। আর যারা কবরে চাপা পড়ে আছে তারা বেরিয়ে আসে এবং ইসলাম ধর্মের শ্রেষ্ঠত্ব এবং আল্লাহ্‌র বাণীর মর্যাদা মানুষের সামনে প্রকাশিত হয়। আর সত্য স্বীয় সকল কল্যাণসহ উপস্থিত হয় এবং মিথ্যা তার যাবতীয় অকল্যাণসহ পলায়ন করে এবং মানুষ যেন বুঝতে পারে, আমিই সর্বশক্তিমান, যা চাই তা-ই করে থাকি। আর তারা যেন নিশ্চিতভাবে জেনে নেয় যে, আমি তোমার সঙ্গে আছি। আর যারা খোদার অস্তিত্বে অবিশ্বাসী; এবং খোদা, তাঁর ধর্ম এবং তাঁর কিতাব ও তাঁর পবিত্র রসূল মুহাম্মদ মুস্তফা (সা.)-কে অস্বীকার করে এবং অসত্য বলে মনে করে তারা যেন একটি স্পষ্ট নিদর্শন লাভ করে এবং অপরাধীদের পথ চিহ্নিত হয়ে যায়। অতএব তোমার জন্য সুসংবাদ! এক সুদর্শন এবং পবিত্র পুত্র সন্তান তোমাকে দেওয়া হবে। এক মেধাবী সেবক পুত্র তুমি লাভ করবে। সেই ছেলে তোমারই ঔরসজাত, তোমারই পরবর্তী প্রজন্ম ও বংশধর হবে।

সুদর্শন পবিত্র পুত্র তোমার অতিথি হয়ে আসছে, তার নাম হবে আমানুয়েল ও বশীর। তাকে পবিত্রাত্মা দেয়া হয়েছে এবং সে পঙ্কিলতামুক্ত আর আল্লাহ্‌র জ্যোতি। কল্যাণময় সে- যে উর্দ্ধলোক থেকে আসে। তাঁর সঙ্গে 'ফযল' থাকবে যা তার আগমনের সাথে আসবে। সে প্রতাপের অধিকারী, ঐশ্বর্যশালী ও সম্পদশালী হবে। সে পৃথিবীতে আসবে এবং স্বীয় নিরাময়ী বৈশিষ্ট্য ও 'পবিত্র আত্মার' কল্যাণে অনেক কে ব্যাধিমুক্ত করবে। সে আল্লাহ্‌র নিদর্শন, কারণ খোদার করুণা ও প্রবল মর্যাদাবোধ

তাকে মর্যাদার নিদর্শন হিসেবে পাঠিয়েছে। সে অত্যন্ত ধীমান, প্রজ্ঞাবান ও কোমলমতি হবে আর বাহ্যিক ও আধ্যাত্মিক জ্ঞানে তাকে সমৃদ্ধ করা হবে। সে তিনকে চার করবে (এর অর্থ বুঝতে পারি নি)। সোমবার, শুভ সোমবার। স্নেহাস্পদ ও সম্মানিত প্রিয় পুত্র। অনাদি ও অনন্ত সত্তার এবং সত্য ও মাহাত্ম্যের বিকাশস্থল, যেন আল্লাহ্ স্বয়ং উর্দ্ধলোক থেকে অবতীর্ণ হয়েছেন। যার আগমন অত্যন্ত কল্যাণময় এবং ঐশী প্রতাপ প্রকাশের কারণ হবে। জ্যোতি আসছে, জ্যোতি! যাকে খোদা তাঁর সন্তুষ্টির সৌরভে সিক্ত করেছেন। আমরা তার মধ্যে আপন পবিত্র আত্মা ফুঁকে দিব এবং খোদার ছায়া তার শিরে বিরাজমান থাকবে। সে তাড়াতাড়ি বড় হবে আর বন্দিদের মুক্তির কারণ হবে এবং পৃথিবীর প্রান্তে প্রান্তে সুখ্যাতি লাভ করবে। জাতিসমূহ তার মাধ্যমে আশিসমণ্ডিত হবে। এরপর সে তার আত্মিক উন্নতির পরম মার্গে উত্তোলিত হবে। ওয়া কানা আমরাম মাকযিয়া (অর্থাৎ এটি একটি অবধারিত বিষয়)'। (আয়েনায়ে কামালাতে ইসলাম, রূহানী খাযায়েন, ৫ম খন্ড, পৃ: ৬৪৭)

সুতরাং এই ভবিষ্যদ্বাণী অনুযায়ী সেই সময়ের ভেতরেই যা তিনি (আ.) উল্লেখ করেছিলেন একজন পুত্র জন্মগ্রহণ করে যার নাম হচ্ছে হযরত মির্যা বশীরুদ্দীন মাহমুদ আহমদ (রা.)। যাকে আল্লাহ্ তা'লা খলীফাতুল মসীহ্ সানীর মসনদেও অধিষ্ঠিত করেন। এরপর এক দীর্ঘ সময় পর হযরত খলীফাতুল মসীহ্ সানী (রা.) আল্লাহ্ তা'লার পক্ষ থেকে সংবাদ লাভ করে এই ঘোষণা প্রদান করেন যে, 'হযরত মসীহ্ মওউদ (আ.) তাঁর যে পুত্রের মুসলেহ্ মওউদ হওয়ার ভবিষ্যদ্বাণী করেছিলেন– সেই পুত্র হলাম আমি'।

সেই পুত্রের আল্লাহ্ তা'লার পক্ষ থেকে জাগতিক ও আধ্যাত্মিক জ্ঞানে পূর্ণ হওয়া, মেধাবী ও বিচক্ষণ হওয়া ও অন্যান্য বৈশিষ্টের অধিকারী হওয়ার বিষয়ে আপন পর সবাই স্বীকারোক্তি দেয় এবং খুব ভালোভাবে জানে। আর অ-আহমদীরা প্রকাশ্যে এর স্বীকারোক্তি দিয়েছে।

এখন আমি হযরত মুসলেহ্ মওউদ (রা.)-র জ্ঞানমূলক ও বিবিধ কর্মকাণ্ডের মধ্য থেকে কিছু উল্লেখ করব।

আমি যে বিষয়গুলো উপস্থাপন করতে যাচ্ছি এগুলো শুনার পূর্বে এই বিষয়টি দৃষ্টিপটে রাখতে হবে যে, তাঁর শৈশব স্বাস্থ্যগত দিক থেকে অত্যন্ত দুর্বলতার মাঝে কেটেছে, ব্যাধির মাঝে অতিবাহিত হয়েছে। চোখের সমস্যা ইত্যাদিও ছিল। দৃষ্টিশক্তিও এক সময় ক্ষীণ হতে থাকে। এরপর এক চোখে (দেখতে পেতেন)।

এছাড়া জাগতিক শিক্ষার দিক থেকেও তাঁর শিক্ষাগত যোগ্যতা প্রায় না থাকার মতো ছিল। তিনি স্বয়ং বলেন যে, বড় কষ্টে আমি প্রাথমিক শিক্ষা সম্পন্ন করেছি। কিন্তু আল্লাহ্ তা'লার প্রতিশ্রুতি ছিল যে, তাঁকে ধর্মীয় ও জাগতিক জ্ঞানে পূর্ণ করা হবে। তাই এমনসব অসাধারণ ও বিস্ময়কর বক্তৃতামালা ও খুতবা আল্লাহ্ তা'লা তাঁর দ্বারা প্রদান করিয়েছেন আর এমন এমন প্রবন্ধ তিনি রচনা করেছেন যেগুলো নিজেই নিজের দৃষ্টান্ত আর অ-আহমদীরাও সেগুলোর স্বীকারোক্তি প্রদান করে।

আজ আমি কয়েকটি উদ্ধৃতি উপস্থাপন করব। এই উদ্ধৃতিগুলো উপস্থাপনের পূর্বে আমি তাঁর লেখনী, বক্তৃতা, প্রবন্ধ, খুতবা এবং মজলিসে এরফান ইত্যাদির পরিমাণ ও স্থূলতার একটি পরিসংখ্যান উপস্থাপন করছি। যেসব বইপুস্তক, বক্তৃতা, ভাষণ, প্রবন্ধ, বাণী ইত্যাদি প্রকাশিত হয়েছে অথবা এখন প্রায় সম্পূর্ণ হয়েছে এবং ছাপানোর জন্য প্রস্তুত রয়েছে অর্থাৎ আনোয়ারুল উলূম আকারে যেসব বক্তৃতা ও ভাষণ রয়েছে, এর মোট ৩৮টি খণ্ড হবে এবং এগুলোর সংখ্যা হলো ১৪২৪। আর এর মোট পৃষ্ঠা হলো প্রায় ২০৩৪০, অর্থাৎ আনুমানিক এতটা হবে। তফসীরে কবীর ও তফসীরে সগীরসহ অন্যান্য তফসীরমূলক অংশের পৃষ্ঠা সংখ্যা হলো ২৮৭৩৫। খুতবা জুমুআ রয়েছে ১৮০৮টি যেগুলোর মোট পৃষ্ঠা হচ্ছে ১৮৭০৫। ঈদুল ফিতরের খুতবা রয়েছে ৫১টি যেগুলোর মোট পৃষ্ঠা সংখ্যা ৫০৩। ঈদুল আযহার খুতবা রয়েছে ৪২টি যেগুলোর পৃষ্ঠাসংখ্যা হলো ৪০৫। বিয়ের খুতবা রয়েছে ১৫০টি যেগুলোর পৃষ্ঠা সংখ্যা ৬৮৪। শুরার বক্তৃতামালা প্রথম ও তৃতীয় খণ্ডও প্রকাশিত হয়েছে, এর পৃষ্ঠাসংখ্যা হলো ২১৩১। এছাড়াও আরো আছে। এই সমস্ত পৃষ্ঠাকে একত্রিত করলে মোট প্রায় ৭৫,০০০ পৃষ্ঠা দাঁড়ায়। 'রিসার্চ সেল' আল হাকাম ও আল -ফযল পত্রিকার ১৯১৩ থেকে ১৯৭০ সন পর্যন্ত সংখ্যাগুলোকে যাচাই বাছাই করেছে, তাদের ভাষ্য হলো, আরো কিছু বিষয় সামনে এসেছে যেগুলো এখনও আনোয়ারুল উলুম বা অন্য কোনো গ্রন্থে প্রকাশিত হয়নি। এই বর্ণনা অনুযায়ী ৫৫ টি প্রবন্ধ, ২৭টি বক্তৃতা, ১৪৩টি মজলিসে এরফান, ২২২টি মলফুযাত বিষয়ক প্রবন্ধ এবং ১৩১টি পত্রাবলী এখন পর্যন্ত পাওয়া গেছে।

এগুলো জ্ঞানের অনেক বড় এক ভাণ্ডার। এখন আমি প্রথমে তার জ্ঞানমূলক কর্মযজ্ঞের মধ্য থেকে কুরআন করীমের অনুবাদ ও তফসীর সম্পর্কে কিছু তথ্য এবং এ সম্পর্কে অ-আহমদীদের মতামত বা মন্তব্য উপস্থাপন করছি। তফসীরে কবীরে হযরত মুসলেহ্ মওউদ (রা.) ৫৯টি সূ রার তফসীর করেছেন যেটি ১০ খণ্ড এবং ৫৯০৭ পৃষ্ঠা সংবলিত। এছাড়া তাঁর অনেক তফসীরী নোটও পাওয়া গিয়েছে যেগুলোর পৃষ্ঠা সংখ্যাও হাজারের কোঠায় আর আশা করা যায় এগুলোও কোনো সময় ছাপানো হবে। কুরআন শরীফের সাবলীল অনুবাদের অনেক গুরুত্বপূর্ণ একটি কাজ তাঁর তফসীরে সগীর আকারে রয়েছে। হযরত মুসলেহ্ মওউদ (রা.)-এর নিজের শেষ বয়সে সবচাইতে বড় আকাঙ্ক্ষা ছিল এই যে, তঁ ার জীবদ্দশাতেই তার মাধ্যমে সম্পূর্ণ কুরআন মজীদের একটি মানসম্পন্ন এবং সাবলীল উর্দু অনুবাদ সংক্ষিপ্ত তবে সামগ্রিক নোট সহকারে যেন মুদ্রিত হয়ে যায়।

১৯৫৫ সালে ইউরোপ সফর থেকে ফেরার পর যদিও হুযূরের (রা.) স্বাস্থ্য বেশিরভাগ সময়ই খারাপ থাকতো, কিন্তু আল্লাহ্ তা'লা রূহুল কুদুস দ্বারা তঁ ার প্রতিশ্রুত খলীফার এমন জোরালো সাহায্য করেন যে, তিনি (রা.) ১৯৫৬ সালের জুন মাসে গ্রীষ্মকালে মারি অঞ্চলের পাহাড়ে যান। সেখানে পবিত্র কুরআনের অনুবাদ লেখানোআরম্ভ করেন যা খোদা তা'লার অনুগ্রহে ১৯৫৬ সালের ২৫ আগস্ট তারিখে আসরের সময় সম্পন্ন হয়ে যায়। আর নাখলা একটি জায়গা ছিল, যেটি কালারকাহারের নিকটে মনোরম ও স্বাস্থ্যকর আবহাওয়াপূর্ণ ছোট একটি স্থান, সেখানে তিনি (রা.) একটি ছোট বসতি স্থাপন করেন এবং সেখানেই তিনি এই কাজ সম্পন্ন করেন। এরপর এটিকে দ্বিতীয়বার দেখা হয়। অতঃপর তৃতীয়বার দেখা হয়, লিপিবদ্ধ করা হয় এবং প্রুফরিডিং ইত্যাদি অনেক কাজ সম্পন্ন করার পর ১৫ নভেম্বর ১৯৫৭ সনে তফসীরে সগীর মুদ্রিত হয়ে সম্পূর্ণভাবে প্রস্তুত হয়ে যায়।

(তারিখে আহমদীয়াত, ১৯তম খণ্ড, পৃ: ৫২২-৫৩১)

হযরত মুসলেহ মওউদ (রা.) তফসীরে সগীর প্রসঙ্গে একস্থানে বলেন, "আমার মত হলো, এখন পর্যন্ত কুরআন করীমের যতগুলো অনুবাদ হয়েছে সেগুলোর মাঝে কোনোএকটি অনুবাদেও উর্দূ বাগধারা ও আরবী বাগধারার ততটা খেয়াল রাখা হয়নি যতটা এতে রাখা হয়েছে। "

সাধারণভাবেই দেখা যায় আর বিশেষত এর নোটগুলোতেও দৃষ্টিগোচর হয় যে, তিনি (রা.) অনুবাদের ক্ষেত্রে বাগধারার প্রতি লক্ষ্য রেখেছেন। "এটি কেবলমাত্র আল্লাহ্ তা'লার অনুগ্রহ যে, তিনি এত স্বল্প সময়ে এত মহান একটি কাজ সম্পন্ন করার সৌভাগ্য দান করেছেন। তিনি (রা.) বলেন, আল্লাহ্ তা'লা এই বৃদ্ধ ও দুর্বল মানুষের মাধ্যমে সেই মহান কাজ সম্পন্ন করিয়ে নিয়েছেন যা অনেক বড় বড় ক্ষমতাধর ব্যক্তিরাও করতে পারেনি। তিনি (রা.) বলেন, বিগত তেরশো বছরে অনেক বীরপুরুষ গত হয়েছেন। কিন্তু যেই কাজ আল্লাহ্ তা'লা আমাকে সম্পন্ন করার সৌভাগ্য দিয়েছেন সেই সৌভাগ্য তাদের মাঝে কেউই লাভ করেনি। প্রকৃতপক্ষে এই কাজ স্বয়ং আল্লাহ্র এবং তিনি যার মাধ্যমে চান কাজ করিয়ে নেন। "

(তারিখে আহমদীয়াত, ১৯তম খণ্ড, পৃ: ৫২৫-৫২৬)

এরপর অপর এক স্থানে তিনি (রা.) বলেন, "আল্লাহ্ তা'লার অনুগ্রহে ও কৃপায় কুরআন শরীফের পুরো অনুবাদ সম্পন্ন হয়ে গিয়েছে। অর্থাৎ আলহামদুলিল্লাহ্ থেকে নিয়ে ওয়ান্নাস পর্যন্ত (অনুবাদ) তফসীরে সগীর আকারে (প্রকাশিত হয়েছে), যার সাথে তফসীরে কবীরের তুলনা করলে জানা যায় যে, এমন অনেক বিষয় সংক্ষিপ্তভাবে এতে বর্ণিত হয়েছে যা তফসীরে কবীরেও নেই।"

(তারিখে আহমদীয়াত, ১৯তম খণ্ড, পৃ: ৫৩০)

এরপর কুরআন করীমের ইংরেজী তফসীরেরও একটি বড় কাজ হয়েছে যেটিকে আমরা ফাইভ ভলিউম কমেন্টারি বলে থাকি। এই তফসীরের শুরুতে হযরত মুসলেহ্ মওউদ (রা.)-এর কলম দ্বারা লিখিত একটি অত্যন্ত তত্ত্ব জ্ঞানসম্পন্ন ভূমিকাও/মুখবন্ধও অন্তর্ভুক্ত রয়েছে, যার মাঝে অন্যান্য ঐশী গ্রন্থাবলীর বিদ্যমান থাকা অবস্থায় কুরআন মজীদের প্রয়োজনীয়তা এবং মহানবী (সা.)-এর পবিত্র জীবনচরিত আর কুরআন সংকলন ও কুরআনী শিক্ষামালা বিষয়ে সম্পূ র্ণ নতুন ও আকর্ষণীয়ভাবে আলোকপাত করা হয়েছে। হযরত মুসলেহ্ মওউদ (রা.) এই ভূমিকার উপসংহারে কৃতজ্ঞতা জ্ঞাপন ও স্বীকৃতি প্রদান প্রসঙ্গে বলেন, আমি এই ভূমিকার উপসংহারে মৌলভী শের আলী সাহেবের সেই সমস্ত অতুলনীয় সেবার স্বীকৃতি প্রদান করতে চাই যেগুলো তিনি শারিরিক অসুস্থতা সত্ত্বে ও কুরআন করীমের ইংরেজী অনুবাদ করতে গিয়ে করেছেন। একইভাবে মালেক গোলাম ফরীদ সাহেব, মরহুম খান বাহাদুর চৌধুরী আবুল হাশেম খান সাহেব এবং মির্যা বশীর আহমদ সাহেবেরও কৃতজ্ঞতা প্রাপ্য। তারা অনুবাদের তফসীর বা ব্যাখ্যার নোটে আমার বিভিন্ন বক্তৃতা, পুস্তক আর দরসের সারাংশ প্রস্তুত করে লিপিবদ্ধ করেছেন। এরপর এতে তিনি এটিও লিখেছেন, আমি এ কথাও বলে দিতে চাই, হযরত খলীফা আউয়ালের (রা.)'র শিষ্য হবার কারণে আমার তফসীরে অবশ্যই এমন অনেক বিষয় সন্নিবেশিত হয়েছে যা আমি তাঁর কাছ থেকে শিখেছি। কাজেই, এই তফসীরে হযরত মসীহ্ মওউদ (আ.) -এর ব্যাখ্যা, হযরত খলীফাতুল মসীহ্ আউয়াল (রা.)'র ব্যাখ্যা এবং আমার ব্যাখ্যাও সন্নিবেশিত হবে। আর খোদা তা'লা যেহেতু হযরত মসীহ্ মওউদ (আ.) -কে আপন সত্তারপরশে সেসব জ্ঞানে ভূষিত করেছিলেন যা এ যুগের জন্য অপরিহার্য । তাই আমি প্রত্যাশা রাখি এই তফসীর অসংখ্য রোগীকে আরোগ্যদানের কারণ হবে।

অনেক অন্ধ এর মাধ্যমে দৃষ্টিশক্তি পাবে। বধিররা শুনতে আরম্ভ করবে, বোবারা (কথা) বলতে আরম্ভ করবে, খোঁড়া ও বিকলাঙ্গরা হাঁটতে আরম্ভ করবে আর আল্লাহ্ তা'লার ফিরিশ্তারা তাঁর প্রবন্ধাদিকে আশিসমণ্ডিত করবেন। আর

এটি সে-ই উদ্দেশ্য সম্পাদন করবে যে উদ্দেশ্যে (এটি) প্রকাশ করা হচ্ছে। আল্লাহুম্মা আমিন।"

(দিবাচা তফসীরুল কুরআন, আনোয়ারুল উলুম, খণ্ড-২০, পৃ: ৫০৭-৫০৮)

আর আজ পর্যন্ত যারাই এটি পাঠ করেছে, কোনো কোনো অ-আহমদী এমনকি খ্রিষ্টানরাও অনেক প্রশংসা করেছে।

আল্লামা নিয়ায ফতেহপুরী সাহেব, যিনি বিখ্যাত কলামিস্ট, গবেষক এবং সাহিত্যিক ছিলেন। মাসিক নিগার পত্রিকার সম্পাদক ছিলেন। তিনি তফসীরে কবীর অধ্যয়ন করার পর হযরত মুসলেহ্ মওউদ (রা.) -কে একটি পত্র লিখেন। তিনি আহমদী ছিলেন না। "তফসীরে কবীরের তৃতীয় খণ্ড বর্তমানে আমার সামনে রয়েছে। আমি গভীর মনোযোগ সহকারে এটি পড়ছি। এতে সন্দেহ নেই যে, কুরআন অধ্যয়নের একেবারে নতুন দৃষ্টিভঙ্গি আপনি সৃষ্টি করেছেন। আর এই তফসীর স্বীয় বৈশিষ্ট্যের নিরিখে একেবারে প্রথম তফসীর যাতে যুক্তি ও শাস্ত্রকে অত্যন্ত সুন্দরভাবে সামঞ্জস্যপূর্ণ করে দেখানো হয়েছে। আপনার জ্ঞানের গভীরতা, আপনার দৃষ্টির গভীরতা, আপনার অসাধারণ চিন্তাশক্তি ও বিচক্ষণতা, আপনার দলীল প্রদানের সৌন্দর্য এর এক একটি শব্দ থেকে প্রতিভাত হয়। আর আমার আক্ষেপ হলো, আমি এতদিন এ সম্পর্কে কেন অনবহিত ছিলাম।"যিনি এসব কথা বলছেন তিনি অত্যন্ত শিক্ষিত ও জ্ঞানী ব্যক্তি। এরপর বলেন, "গতকাল সূরা হুদের তফসীরে হযরত লুত (আ.) সম্পর্কে আপনার দৃষ্টিভঙ্গি জেনে হৃদয় উদ্বেলিত হয়েছে এবং অবলিলায় এই পত্রলিখতে বাধ্য হয়েছি। আপনি 'হাউলায়ে বানাতি'র তফসীর করতে গিয়ে অন্যান্য তফসীরকারকের থেকে ভিন্ন বিতর্কের যে পন্থা অবলম্বন করেছেন তার প্রশংসা করা আমার সাধ্যাতীত।"

(তারিখে আহমদীয়াত, ৮ম খণ্ড, পৃ: ১৫৭-১৫৮)

এরপর আরেকটি পত্রে লিখেন, "রাতে আমি নিয়মিত এটি পাঠ করি। আমার মতে এটি উর্দুতে একেবারে প্রথম তফসীর যা অনেকাংশে মানব মস্তিষ্ককে প্রশান্ত করতে পারে।" এরপর বলেন, "এই তফসীরের মাধ্যমে ইসলামের যে সেবা (আপনি) করেছেন তা এতটাই সুউচ্চ যা আপনার বিরোধীরাও অস্বীকার করতে পারে না। ওয়া যালিকা ফাযলুল্লাহি ইউতিহি মাইয়্যাশাউ।"

(তফসীর কবীর, ৭ম খণ্ড)

শেঠ মুহাম্মদ আযম সাহেব হায়দ্রাবাদী বর্ণনা করেন, ইনি আহমদী ছিলেন। তিনি বলেন, ভারতীয় উপমহাদেশের বিখ্যাত ব্যক্তি নবাব বাহাদুর ইয়ার জঙ্গ; যার সাথে শেঠ সাহেবের খুবই হৃদ্যতাপূর্ণ সম্পর্ক ছিল। বাহাদুর ইয়ার জঙ্গ সাহেব আহমদী ছিলেন না। তার সাথে শেঠ সম্পর্ক ছিল। শেঠ সাহেব বলেন, নবাব বাহাদুর ইয়ার জঙ্গ স্বীয় সাহচর্যে অধিকাংশ সময় তফসীরে সগীরের উল্লেখ করতেন এবং সর্বদা এর শ্রেষ্ঠত্ব স্বীকার করতেন। আর বলতেন, এতে বর্ণিত তত্ত্বজ্ঞান থেকে তিনি অনেক উপকৃত হয়েছেন।"

(তারিখে আহমদীয়াত, ৮ম খণ্ড,পৃ: ১৫৮)

অতঃপর পাটনা বিশ্ববিদ্যালয়ের উর্দূ বিভাগের প্রধান জনাব আখতার রিনভী সাহেব এম, এ নিজের ঘটনা বর্ণনা করেন। তিনি বলেন, ২৪:৫০ আমি পাটনা কলেজের ফার্সী বিভাগের সাবেক প্রধান এবং বর্তমানে পাটনার শাবীনাহ্ কলেজের অধ্যক্ষ অধ্যাপক আব্দুল মান্নান ব্যয়দাল (বা বেদাল) সাহেবকে পর্যায়ক্রমে খলীফাতুল মসীহ্ সানী (রা.) রচিত তফসীর কবীরের কয়েকটি খণ্ড দিয়েছি। তিনি এসব তফসীর পাঠ করে এতটাই মুগ্ধ হয়েছেন যে, তিনি শামসুল হুদা আরবী মাদ্রাসার শিক্ষকগুলীকেও এই তফসীরের কয়েকটি খণ্ড পড়তে দেন এবং একদিন কয়েকজন শিক্ষককে ডেকে তিনি তাদের মতামত জানতে চান। একজন শিক্ষক উত্তরে বলেন, ফার্সী তফসীরগুলোর মধ্যে এমন তফসীর পাওয়া যায় না। অধ্যাপক আব্দুল মান্নান সাহেব জিজ্ঞেস করেন, আরবী তফসীরগুলো সম্পর্কে কী মনে করেন? শিক্ষকমণ্ডলী (তখন) নীরব থাকেন। কিছুক্ষণ পরে তাদের মধ্য হতে একজন বলেন, পাটনাতে সকল আরবী তফসীর পাওয়া যায় না। মিশর এবং সিরিয়ার সমস্ত তফসীর পাঠ করার পরই সঠিক মতামত ব্যক্ত করা সম্ভব। অধ্যাপক সাহেব প্রাচীন বিভিন্ন আরবী তফসীরের উল্লেখ করতে আরম্ভ করেন এবং বলেন, মির্যা মাহমুদের সমমানের একটি তফসীরও কোনো ভাষায় পাওয়া যায় না। আপনারামিশর এবং সিরিয়া থেকে আধুনিক তফসীরগুলোও আনিয়ে নিন এবং কয়েক মাস পরে আমার সাথে আলাপ করুন। (এতে সেখানে) উপবিষ্ট আরবী এবং ফার্সীর আলেমগণ হতবাক হয়ে যান। " (তারিখে আহমদীয়াত,৮ম খণ্ড, পৃ: ১৫৮-১৫৯)

অসংখ্য গ্রন্থের প্রণেতা এবং লক্ষ্মৌ-এর সিদকে জাদীদ পত্রিকার সম্পাদক মওলানা আব্দুল মাজেদ দরিয়াবাদী হযরত মুসলেহ্ মওউদ (রা.)-এর মৃত্যুতে লিখেন,"করাচি থেকে সংবাদ প্রকাশিত হয় যে, আহমদীয়া জামা'ত (এবং) কাদিয়ানীদের ইমাম মির্যা বশীর উদ্দীন মাহমুদ গত ৮ নভেম্বর রাবওয়ায় মৃত্যুবরণ করেছেন। তিনি বলেন, তাঁর অন্যান্য ধর্মবিশ্বাস যাই হোক না কেন কুরআন ও কুরআনের জ্ঞানের বিশ্বময় প্রচার এবং বিশ্বব্যাপী ইসলাম প্রচারের জন্য স্বীয় দীর্ঘ জীবনে পরিশ্রম এবং বীরত্ব ও সাহসিকতার সাথে যে চেষ্টা ও প্রচেষ্টা তিনি চালিয়ে গেছেন- তার জন্য আল্লাহ্ তা'লা তাকে পুরস্কৃত করুন। আর তাঁর এসব সেবার কারণে তাঁর প্রতি সাধারণ বিষয়াদির ক্ষেত্রে ক্ষমাসুলভ আচরণ করুন। জ্ঞানের আলোকে কুরআনের সত্যতা এবং তত্ত্বজ্ঞান সম্পর্কিত যে তফসীর এবং ব্যাখ্যা বিশ্লেষণ আর অনুবাদ তিনি করে গেছেন এরও এক সুমহান ও স্বতন্ত্র বৈশিষ্ট্য রয়েছে।"

(সিদকে জাদীদ লখনউ, খন্ড-১৫, নম্বর-১৫,১৮)

এরপর মৌলভী মাযহার আলী আযহার নামে একজন প্রসিদ্ধ আহরারী নেতা ছিল। তিনি স্বরচিত পুস্তক 'এক খওফনাক সাজেশ বা একটি ভয়ানক চক্রান্তে ' লিখেন,মৌলভি যাফর আলী সাহেব বলেন, আহমদীদের বিরোধীতার নেপথ্যে আহরারীরা অনেক অর্থ উপার্জন করেছে। আহরারীরা আহমদীদের বিরোধিতার নামে অর্থ উপার্জনের বড় একটি সুযোগ পেয়েছে (টাকা উপার্জনের জন্য)। তিনি বলেন, কাদিয়ানীদের বিরোধিতার নামে দরিদ্র মুসলমানদের রক্ত পানি করেউপার্জিত অর্থ গ্রাস করছে। আহরারীদের কেউ জিজ্ঞেস করুন, হে ভালো মানুষের দল! তোমরা মুসলমানদের কী এমন শুধরিয়েছ বা উপকার করেছ? তোমরা ইসলামের কী সেবা করেছ? ভুলেও কি (কখনো) তোমরা ইসলামের তবলীগ করেছ? তিনি স্বয়ং একজন আহরারী ছিলেন। তিনি বলছেন, "আহরারীরা কান খুলে শোনো! তোমরা এবং তোমাদের সাঙ্গপাঙ্গরা কিয়ামত পর্যন্ত মির্যা মাহমুদের মোকাবিলা করতে পারবে না। মির্যা মাহমুদের কাছে কুরআনের জ্ঞান আছে। তোমাদের কাছে এমন কী আছে? তোমাদের মধ্যে কেউ কি এমন আছে যে, কুরআনের সাদামাটা অক্ষরও পড়তে পারে? তোমরা তো স্বপ্নেও কখনো কুরআন পড় নি।তোমরা তো নিজেরাই কিছু জানো না (তাহলে) লোকদের কি বলবে? মির্যা মাহমুদের বিরোধিতা তোমাদের ফিরিশ্ তারাও করতে পারবে না। মির্যা মাহমুদের কাছে এমন জামা'ত আছে যারা তাঁর এক ইশারায় তনু -মনধন (অর্থাৎ সর্বস্ব) তাঁর পদতলে উৎসর্গ করতে প্রস্তুত। তোমাদের কাছে আছে কেবল গালিগালাজ আর কটুক্তি। ধিক্কার তোমাদের বিশ্বাসঘাতকতার প্রতি। এরপর লিখেছেন, মির্যা মাহমুদের কাছে মুবাল্লিগ আছে, বিভিন্ন জ্ঞানের বিশেষজ্ঞ রয়েছে। বিশ্বের সকল দেশে তিনি পতাকা উড্ডীন করে রেখেছেন। উচিৎ কথা না বলে আমি থাকতে পারছি না। আমি একথা অবশ্যই বলব যে, তোমাদের যদি মির্যা মাহমুদের বিরোধিতা করতেই হয় তবে প্রথমে কুরআন শিখো। মুবাল্লিগ প্রস্তুত করো। আরবী মাদ্রাসা চালু করো। বিরোধিতা করতে চাইলে সর্বাগ্রে মুবাল্লিগ প্রস্তুত করো। ভিন দেশে তাদের প্রতিদ্বন্দ্বিতায় ইসলাম প্রচার করো। মির্যায়ীদের গালিগালাজ করানো এটি কোন ধরনের ভদ্রতা। এটি কি ইসলামের প্রচার? বরং এটি তো ইসলামের দুর্নামকরার নামান্তর।

(তারিখে আহমদীয়াত, ৬ষ্ঠ খণ্ড, পৃ: ৫১৩)

এরপর 'লাহোরের ইমরূয পত্রিকা' তাদের ১৯৬৬ সালের ৩০শে মে'র সংখ্যায় 'তফসীরে সগীর'সম্পর্কে পর্যালোচনা করতে গিয়ে লিখেছে যে,প্রজ্ঞাময় কুরআন সমগ্র মানবমণ্ডলির জন্য সত্য ও হিদায়াতের উৎস এবং ঝরণাধারা। আদি থেকে কিয়ামতকাল অবধি এই গ্রন্থ , সুস্পষ্ট গ্রন্থ মানুষকে ধর্মীয় এবং জাগতিক বিষয়াদিতে ন্যায়বিচারের পথ প্রদর্শন করতে থাকবে আর পথভ্রষ্টদের সরল-সুদৃঢ় পথে ফিরিয়ে আনতে থাকবে। (হায়! বর্তমান যুগের আলেমরাওযদি এটি উপলব্ধি করতো।) পবিত্র কুরআন একটি পরিপূর্ণ জীবন বিধান। লিখেছেন, পবিত্র কুরআন একটি পরিপূর্ণ জীবন বিধান। জীবনের এমন কোনো দিক , এমন কোনো অধ্যায় কিংবা এমন কোনো পর্যায় নেই যেখানে আমরা কুরআন দ্বারা উপকৃত হতে না পারি। তবে, এজন্য স্বভাবতই কুরআনের অর্থ সম্পর্কে বুৎপত্তি থাকা আবশ্যক। যতক্ষণ পর্যন্ত কুরআনে বিধৃত ঐশী নির্দেশাবলীর তত্ত্বসমূহ সুস্পষ্ট না হবে (ততক্ষণ) সত্য ও হিদায়াতের ধারা কীভাবে সূচিত হবে। (এটি অনুধাবন করাও আবশ্যক। তবেই জানতে পারবে যে কি লিখা হয়েছে।) এই প্রয়োজনীয়তার দৃষ্টিপটেই কুরআনের অর্থের ব্যাখ্যা ও তফসীরের ধারা আরম্ভ হয় আরপবিত্র কুরআন অবতীর্ণ হওয়ার পর থেকে এখন অবধি এমনকি কিয়ামত পর্যন্ত এই ধারা অব্যাহত থাকবে। যারা কুরআনের মর্ম বুঝানোর ক্ষেত্রে কোনো ভূমিকা রেখেছে নিশ্চয় (তারা) কৃতজ্ঞতা পাবার যোগ্য। (তাদের প্রতি কৃতজ্ঞ হওয়া উচিত)। তফসীরকারকগণ নিজ নিজ যুগে কুরআনের তত্ত্বজ্ঞান সর্বসাধারণ্যে তুলে ধরতে যেসব চেষ্টা-প্রচেষ্টা করেছেন তারা এ দৃষ্টিকোন থেকেও প্রশংসার দাবি রাখবেন যে, এভাবে কুরআনের তফসীর রীতিমত একটি আন্দোলনে রূপ নিয়েছে আর অর্থ ও তত্ত্বজ্ঞান প্রচারের ক্ষেত্রে অনুসন্ধানের একটি সুদৃঢ় দৃষ্টান্ত স্থাপিত হয়েছে, আলহামদুলিল্লাহ। এই ধারাবাহিকতা বজায় আছে এবং অব্যাহত থাকবে। এরপর তফসীরে সগীর সম্পর্কে আরো লিখেন যে, এখন তফসীরে সগীরের কথা বলছি। এই তফসীর আহমদীয়া জামা'তের প্রয়াত নেতা আলহাজ্ব মির্যা বশীর উদ্দীন মাহমুদের গবেষণা ও পরিশ্রমের ফসল। কুরআনের আরবী টেক্স এর উর্দূ অনুবাদের পাশাপাশি বিভিন্ন স্থানে ব্যাখ্যার জন্য টিকা ও বিস্তারিত নোট সন্নিবেশিত করা হয়েছে। অনুবাদ এবং টিকার ভাষা অত্যন্ত প্রাঞ্জল ও সহজবোধ্য।"

(তারিখে আহমদীয়াত, ১৯তম খণ্ড, পৃ: ৫৪১-৫৪২)

এরপর কিন্দীল নামে একটি সাপ্তাহিক পত্রিকা ছিল যা ১৯৬৬ সালের ১৯শে জুনের সংখ্যায় লিখে যে, "আঞ্জুমানে হেমায়েতে ইসলাম লাহোর এবং তাজ কোম্পানী লিমিটেডের পক্ষ থেকে পবিত্র কুরআন প্রকাশনারক্ষেত্রে যে সুরুচির পরিচয়

দেওয়া হয়েছে তা প্রশংসার দাবি রাখে। পুনরায় তফসীরে সগীর সম্পর্কে বলেন,তফসীরে সগীর প্রকাশের মাধ্যমে এই মনোহর প্রচেষ্টায় বৃদ্ধি ঘটেছে। তফসীরে সগীরের অনুবাদ এবং ব্যাখা আহমদীয়া জামা'তের ইমাম মির্যা বশীর উদ্দীন মাহমুদ আহমদের (কঠোর) পরিশ্রমের ফসল। অনুবাদ এবং টিকার অনুবাদ সহজবোধ্য যাতে প্রত্যেক জ্ঞানগত সামর্থের অধিকারী মানুষ এথেকে উপকৃত হতে পারে। অনুবাদ এবং ব্যাখ্যার ক্ষেত্রে এটিও ব্যবস্থাও নেওয়া হয়েছে যে, পূর্বাপর সকল তফসীর দৃষ্টিপটে রাখা হয়েছে। পুনরায় বলেন, পবিত্র কুরআনকে এমন সুন্দরভাবে মুদ্রণ করে প্রকাশ-প্রচার করাও অনেক বড় একটি ইসলামের সেবা। (আল ফযল, ২৩ শে জুন, ১৯৬৬)

বর্তমানে পাকিস্তানের আলেমরা একথা বলে যে, এতে পরিমার্জন করা হয়েছে তাই (এটি) বাজেয়াপ্ত করা হয়। তফসীরে সগীর পাকিস্তানে বাজেয়াপ্ত। এটিকে কেউ নিজের বাড়িতেও রাখতে পারে না। অথচ এদের প্রবীণ ন্যায়পরায়ণ মানুষরা বলে যে, এর সমতুল্য কোনো তফসীর নেই, এটি প্রশংসার যোগ্য। আরএর মাধ্যমে মানুষ অনেক কিছু শিখতে পারে।

আল্লাহ তা'লা বর্তমান যুগের আলেমদেরও ন্যায়ের দৃষ্টিতে (এটি) দেখার তৌফিক দিন।

এরপর কুরআনের ইংরেজি তফসীরের ধর্মীয় এবং সাহিত্যক সৌন্দর্য ইউরোপ ও আমেরিকার শীর্ষ পর্যায়ের জ্ঞানীদের প্রভাবিত করেছে। তারা এগুলোর অসাধারণ পর্যালোচনা ছাপিয়ে প্রকাশ করেছে।

প্রসিদ্ধ স্কলার এ.জে.আরবী সাহেব লেখেন: পবিত্র কুরআনের এই নতুন অনুবাদ ও তফসীর অনেক বড় এক কর্মযজ্ঞ। বর্তমান খণ্ড এই কর্মযজ্ঞের প্রথম ধাপ। (তিনি একটি খণ্ড পেয়েছিলেন, সে বিষয়ে বলছেন) পনের বছর কাল অতিক্রান্ত হয়েছে, জামা'তে আহমদীয়া কাদিয়ানের বিজ্ঞ আলেমরা এই মহান কাজ শুরু করেছে আর এই কাজ হযরত মির্যা বশির উদ্দীন মাহমুদ আহমদ সাহেবের উৎসাহব্যাঞ্জক নেতৃত্বে হতে থেকেছে। এই কাজ অতি উন্নতমানের ছিল অর্থাৎ পবিত্র কুরআনের মাতান (তথা টেক্সটের) এমন একটি সংস্করণ ছাপা যার পাশাপাশি এর সঠিক ইংরেজী অনুবাদ তাকা উচিত আর এর পাশাপাশি প্রত্যেক আয়াতেরও তফসীর থাকতে হবে। এরপর বলেন, শুরুতে এর এক দীর্ঘ ভুমিকা রয়েছে যা স্বয়ং হযরত মির্যা বশিরুদ্দীন সাহেব লিপিবদ্ধ করেছেন। এরপর সেই ভুমিকার বিস্তারিত বিবরণ দিয়েছেন যে, এর মাঝে কী কী আছে। এরপর বলেন, আমরা যদি এই কাজকে ইসলামের জ্ঞনের স্বাদের গবেষণা বিদ্যার একটি সুমহান স্মৃতিচিহ্ন বলি তাহলে অত্যুক্তি হবে না। এর প্রস্তুতির প্রতিটি স্তরে নির্ভরযোগ্য বইপুস্তক, তফসীর ও ইতিহাস ইত্যাদি থেকে সাহায্য নেওয়া হয়েছে। এসব পুস্তকের দীর্ঘ তালিকা পাঠকদের প্রভা বিত করে। এটি থেকে বুঝা যায় যে, এই অনুবাদ এবং তফসীর প্রস্তুত করতে গিয়ে আলেমরা কেবল সকল প্রসিদ্ধ আরবী তফসীরই অধ্যয়ন করেন নি বরং এর পাশাপাশি ইউরোপিয়ান ধর্মযাজকরা সমালোচনা করতে গিয়ে যা লিখেছে তা-ও সম্মুখে রেখেছেন। যদি কেবল অনুবাদের ওপর দৃষ্টি দেয়া হয় তাহলে বলতে হয় যে, অনুবাদের ইংরেজী ভুলত্রুটিমুক্ত আর খুবই গাম্ভীর্যপূর্ণ। তিনি আরো বলেন, অমুসলিম আপত্তিকারকদের আপত্তির খণ্ডনও এতে রয়েছে। আর অন্যান্য ধর্মের যথার্থ সমালোচনাও আছে। অমুসলিম পাঠকদের কাছে কোনো কোনো অংশ আপত্তিকর ও একপেশে বলে মনে হবে কিন্তু স্মরণ রাখা উচিত, সেই অংশগুলোও আ ন্তরিকতার সাথে লেখা হয়েছে আর গভীর অভিনিবেশ সহকারে পড়ার যোগ্য। এটি থেকে বুঝা যায় মুত্তাকী এবং জ্ঞানী মুসলমান যখন অন্য ধর্মের ঐতিহ্যগত শিক্ষার ওপর আপত্তি করে- তা কেন করে। "

(তারিখে আহমদীয়াত, ১০ম খণ্ড, পৃ: ৬৭২-৬৭৩)

এরপর ডাক্তার চার্লস এসব্রিডেন যিনি আমেররিকার নর্থ ওয়েস্টির্ন বিশ্ববিদ্যালয়ের ইতিহাস ও ধর্মীয় সাহিত্য বিভাগের বিভাগীয় প্রধান, তিনি লিখেছেন: এই বইয়ের ছাপা খুবই উন্নতমানের আর টাইপও খুবদ উন্নত যা খুব সহজে পাঠ করা যায়। মোটের ওপর ইংরেজী ভাষার ইসলামী সাহিত্যে এটি একটি প্রসংশনীয় সংযোজন। এই কারণে সমস্ত পৃথিবী জামা'তে আহমদীর প্রত্যি সত্যিই কৃতজ্ঞ।

(তারিখে আহমদীয়াত, ১০ম খণ্ড, পৃ: ৬৭৪)

প্রসিদ্ধ খ্রিষ্টান পত্রিকা আলনাসর লেখে যে, জামা'তে আহমদীয়া আমেরিকা এবং ইউরোপ মহাদেশে ইসলামী সংস্কৃতি প্রচারের ক্ষেত্রে উল্লেখযোগ্য কাজ করেছে আর এই কাজ নিরবিচ্ছিন্নভাবে মোবাল্লেগ প্রেরণের মাধ্যমে হয়ে চলেছে আর বিভিন্ন বইপুস্তক এই প্রজ্ঞাপনের প্রচারের মাধ্যমেও যার মাধ্যমে ইসলাম এবং মহানবী (সা.)-এর সত্যতা উপস্থাপন করা হয়। আমরা পবিত্র কুরআনের উংরেজী অনুবাদ দেখে খুবই আনন্দিত হয়েছি। এই অনুবাদ জামা'তে আহমদীয়ার ইমাম হযরত মির্যা বশিরুদ্দিন মাহমুদ আহমদ সাহেবের তত্ত্বাবধানে করা হয়েছে। কুরআনের অনুবাদ নান্দনীয় এবং পাঠকের জন্য সত্যিই দৃষ্টিনন্দন। এই অনুবাদ উন্নত দৃষ্টিভঙ্গির ধারকবাহক। এক কলামের কুরআনের আয়াত দেয়া হয়েছে এবং অপর করামে পাশাপাশি অনুবাদ দেওয়া হয়েছে। এরপর বিস্তারিত তফসীরও উপস্থাপন করা হয়েছে। একজন পাঠক এই তফসীরে পাশ্চাত্যের ধর্মজাযক এবং ইউরোপিয়ান বিদ্বেষীদের আপত্তির বিস্তারিত জবাবও খুঁজে পায়। এ বিষয়টি উল্লেখযোগ্য যে, জামা'তে আহমদীয়ার ইমাম হযরত মির্যা বশিরুদ্দিন মাহমুদ আহমদ সাহেব এই অনুবাদের পাশাপাশি হযরত মুহাম্মদ (সা.)-এর জীবনীও লিখেছেন আর সেই জীবনী ও অনুবাদ সত্যিই অনন্য। "

(তারিখে আহমদীয়াত, ৯ম খণ্ড, পৃ: ৬৭৫-৬৭৬)

যাহোক তফসীরে কবীর, তফসীরে সগীর এবং ফাইভ ভলিউম কমেন্ট্রি সম্পর্কে এগুলো হলো বিভিন্ন মন্তব্য। এখন আমি কিছু বক্তৃতার বিষয়েও উল্লেখ করছি। হযরত মুসলেহ মওউদ (রা.) -এর জ্ঞানভাণ্ডার যা তিনি বক্তৃতা ইত্যাদির আকারে আমাদের সামনে উপস্থাপন করেছেন সেগুলোর প্রশংসা অন্যরাও করেছেন এবং সেগুলোকে কোন্ দৃষ্টিতে দেখেছেন সে সম্পর্কে বলছি। তাঁর একটি বক্তৃতা ছিল নেযামে নও (তথা নতুন বিশ্বব্যবস্থা)। এটি তিনি অন্যদের সামনে উপস্থাপন করেছিলেন। এটির ওপর পর্যালোচনামূলক মন্তব্য করতে গিয়ে মিশরের বিখ্যাত সাহিত্যিক এবং শিক্ষক আব্বাস মাহমুদ উল আ'কাব , এই জগদ্‌বিখ্যাত বক্তৃতার ইংরেজী অনুবাদ প্রকাশের পর মিশরের বিখ্যাত সাহিত্য পত্রিকা 'আর রিসালা'-তে নিম্নোক্ত মন্তব্য করেন। তিনি বলেন,

এই বক্তৃতা পাঠে এবিষয়টি স্পষ্ট যে, বিজ্ঞ বক্তা হলেন মির্যা বশীর উদ্দীন মাহমুদ এবং তিনি বিশ্বব্যবস্থাপনার প্রতি মনোযোগ নিবদ্ধ করে বলেন, অভাবি ও দরিদ্রদের সমস্যা নিরসন করা হোক অথবা সরাসারি বলতে গেলে অন্যদের জমা করা অর্থ সারাবিশ্বের জাতিসমূহ ও মানুষের মাঝে খাদ্যদ্রব্য বিতরণ করা উচিত। নিঃসন্দেহে তিনি অর্থাৎ বক্তা মির্যা বশীর উদ্দীন মাহমুদ গোটা বিশ্বকে নতুন ব্যবস্থাপনার অধীনে অর্থাৎ এই সমস্যা ও কঠিন কাজটি সমাধা করার চেষ্টা করেছেন। যেমন, ফাশইজম, নাযিইজম, কমিউনিজম এবং অন্যান্য যে-সব গণতান্ত্রিক ব্যবস্থাপনা চলমান আছে সেসকল ব্যবস্থাপনা সম্পর্কে তিনি সকল দিক থেকে অবগত এবং জ্ঞাত। এমনিতেই লিখে দেন নি। এই সমস্ত নতুন ব্যবস্থাপনা সম্পর্কে তার জ্ঞানও ছিল এবং অত্যন্ত গভীর জ্ঞান ছিল। একইসাথে তিনি বলেন, কিন্তু এর পাশাপাশি তিনি এ বিশ্বাসও পোষণ করেন আর যা একেবারে সঠিক তা হলো, রাজনৈতিক নেতৃবৃন্দ, দলীয় নেতারা এবং সরকার এই কঠিন কাজটি সমাধান করতে পারবে না, তাই এহেন কঠিন সমস্যা সমাধানের জন্য আধ্যাত্মিক শক্তির প্রয়োজন রয়েছে, কেননা প্রতিটি মানুষের সাথে সম্পৃক্ত সকল কঠিন বিষয়ের সমাধান ও নিরসন কেবল সমস্ত মানুষ মিলেই করতে পারে। একারণে সবচেয়ে বড় বিষয় হলো যা প্রশান্তিদায়ক এবং পুণ্যকর্ম ও সংশোধনের জন্য সাহস যোগায় তা হলো, বিশ্বাস ও ঈমান। এটিকে কোনোভাবেই উপেক্ষা করা যায় না। এরপর তিনি ভারতের বড় বড় ধর্মের প্রতি বিশেষত এবং পৃথিবীর অন্যান্য ধর্মের প্রতি গবেষণামূলক দৃষ্টি দিয়েছেন যেন তা থেকে সেই চিকিৎসা উদ্ঘাটন করা যায় যা পৃথিবীর সমস্যা দূর করতে পারে [অথাৎ তিনি এর সমাধান উপস্থাপন করেছেন।] যেন পৃথিবীর এসব ধম থেকে সেসব নতুন ব্যবস্থা উপস্থাপন করা যায় যা বতমান সমস্যা দূরীভূত করতে পারে কেননা এসব কষ্ট দূর করার দায়িত্ব অন্যান্য ধমের রয়েছে।"

অতঃপর তিনি লিখেন, এরপর তিনি অনেক দলিলপ্রমাণ প্রদানের মাধ্যমে এটি উপস্থাপন করেছেন যে, প্রথমে তো ঠিক আছে তারা নিজ নিজ ধর্ম অনুযায়ী নতুন প্রস্তাবনা উপস্থাপন করুক যদি থাকে তবে কিন্তু তা করতে পারবে না। অতঃপর লিখেন, তিনি অনেক দলিলপ্রমাণ উপস্থাপন করে এটি বুঝিয়েছেন যে, এই সকল ধর্মের মধ্যে কেবল ইসলামই একমাত্র ধর্ম যা নিজের মাঝে এই সমস্যাদি দূর করার শক্তি রাখে আর সকল জাতি এবং সকল মানুষ এর ওপর আগেও আমল করতে পারত এবং বর্তমানেও আমল করতে পারে।"

(অতঃপর মাহমুদ আলকাদ সাহেব নেযামে নও-এর সেই অংশের সারাংশ নিজের ভাষায় উপস্থাপন করেছেন।) তিনি বলেন, অন্যান্য বিজ্ঞ বক্তারা কেবল ধর্মীয় বিশ্বাসসমূহের মোকাবিলা ও তুলনা করতে কোনো কমতি রাখে নি যা আমি উপরুল্লিখিত লেখায় সংক্ষিপ্তরূপে উপস্থাপন করেছি। তিনি লম্বাচওড়া বিবরণ দিয়েছেন যা আমি পড়ি নি। যাহোক, তিনি বলেন, বরং তিনি বিশেষত সেটির উপর গভীর দৃষ্টি দিয়েছেন এবং বিশেষ সাবধানতা অবলম্বন করেছেন কেননা কেবল বিশ্বাগত দিকই- যেমন তিনি বলেছেন, এমন একটি বিষয় রয়েছে যার ফলে সমাধানের আশা করা যায়। এ সবের সাথে তিনি সেসব বিশ্বাসসমূহের তত্ত্বনিরূপণ ও তুলনামূলক বিশ্লেষণ করা ছাড়াও এসব রাজনৈতিক ও সামাজিক ব্যাবস্থাপনার পুঙ্খানুপুঙ্খভাবে তত্ত্বনিরূপণ করে প্রমাণ করেছেন যে বাস্তবিক ক্ষেত্রে এবং আধ্যাত্মিক ক্ষেত্রে, এগুলো নিজ উদ্দেশ্যে অসফল রয়েছে। এরপর "নিযামে নও" (পুস্তকের) সারসংক্ষেপ বর্ণনা করেছেন যা রাজনৈতিক ও সামাজিক ব্যবস্থাপনার সাথে সম্পৃক্ত। তিনি আরো বলেন, এ কথাগুলো যদি আমেরিকার ইংরেজী ভাষাভাষীদের মাঝে ছড়িয়ে দেওয়া যায় বরং ভারতবাসী ও প্রাচ্যদের মাঝে ছড়িয়ে দেয়া যায় তবে তা অবশ্যই তাদের মাঝে প্রভাব সৃষ্টি করবে। " (তারিখে আহমদীয়াত, ৯ম খণ্ড, পৃ:৩৬৯-৩৭০)

এর পর তার পুস্তক "ইসলাম মে ইখতালাফাত কা আগায"।

এটি তার একটি বক্তৃতা যা তিনি ইসলামিয়া কলেজ লাহোরে, মর্ডান হিস্টোরিকাল সোসাইটির একটি অধিবেশনে করেছিলেন। তিনি ইসলামের ইতিহাসের উপর পূর্ণাঙ্গীন দক্ষ হবার প্রমাণপূর্বক এমন বাগ্মিতাপূর্ণ বক্তৃতা করলেন যে, বড় বড়

ইতিহাসবিদরা নিজেদেরকে তার সামনে শিশু মনে করতে লাগলো। আমি এখানে এর সারসংক্ষেপ বর্ণনা করে দিচ্ছি, "এ থেকে প্রমাণিত হয় যে, হযরত উসমান (রা.) এবং অন্যান্য সাহাবা প্রত্যেক ফিতনা এবং ত্রুটি হতে মুক্ত ছিলেন। বরং তারা উচ্চাঙ্গের নৈতিক চরিত্রের প্রতিচ্ছবি ছিলেন। পূণ্যের উচ্চ মার্গে তাদের বিচরণ ছিল। আমরা কাউকেও দোষী বলতে পারি না। না তো হযরত উসমান (রা.) কে আর না-ই সাহাবীদের । তিনি (রা.) বলেন, হযরত উসমান (রা.) এর খিলাফতের উপর সাহাবীদের কোন আপত্তি ছিল না। হযরত আলী শেষ নিশ্বাস পর্যন্ত বিশ্বস্ততা রক্ষা করেছেন। তিনি এ আরোপও ভূল প্রমাণকরেছেন যে সাহাবীগণ বিদ্রোহ করেছিলেন। হযরত আলী (রা.), হযরতা তালহা (রা.) এবং হযরত যুবেয়র (রা.) এর বিরূদ্ধে ষড়যন্ত্রের অভিযোগও সম্পূর্ণ রূপে মিথ্যা। এ পুস্তকে তিনি তা প্রমাণ করেছেন। আনসারদের বিরূদ্ধে অভিযোগ করা হয় যে তারা হযরত উসমান (রা.) প্রতি অসন্তুষ্ট ছিলেন এটিও ভূল। কেননা আমরা দেখি আনসারদের সব সর্দারগণ এ ফিতনা নির্মূল করার সর্বাত্মক চেষ্টা চালিয়ে গেছেন। এ পুস্তক সম্পর্কে অন্যদের যে অভিমত রয়েছে তা নিম্নরূপ।

সৈয়দ আব্দুল কাদের সাহেব, এম.এ. ইসলামিয়া কলেজ লাহোরের প্রফেসর, লিখেন, জ্ঞানী পিতা র জ্ঞানী সন্তান হযরত মির্জা বশীরুদ্দীন মাহমুদ আহমদ এর নাম-ই এ বিষয়ের প্রত্যয়ন করে যে তার বক্তৃতা অত্যন্ত জ্ঞানগর্ভ ও বাগ্মিতাপূর্ণ হবে। আমার সম্পর্কে বলা হয় আমিও মানব ইতিহাস সম্পর্কে কিছু জ্ঞান রাখি। আমি দাবী করে বলতে পারি, মুসলমান অথবা অমুসলিম ইতিহাসবীদদের মধ্যে অল্পসংখ্যক ব্যক্তি রয়েছেন যারা হযরত উসমান (রা.) এর যুগের মতবিরোধের মূলকারণ পর্যন্ত পৌঁছতে পেরেছে এবং এ ভয়ংকর ও প্রথম গৃহযুদ্ধের প্রকৃত কারণ বুঝতে সক্ষম হয়েছে। হযরত মির্জা সাহেব কেবল গৃহযুদ্ধের কারণসমূহ বুঝতে সক্ষম হন নাই বরং তিনি অত্যন্ত স্পষ্ট এবং সাবলীলভাবে সেসব কারণ ও ঘটনাসমূহ বর্ণনা করেছেন যার কারণে দীর্ঘকাল পর্যন্ত খেলাফতের প্রাসাদ নড়বড়ে ছিল।

আমি মনে করি ইসলামের ইতিহাস সম্পর্কে যাদের আকর্ষণ রয়েছে তাদের দৃষ্টিতে এর পূর্বে এমন তথ্য কখনও আসে নি। প্রকৃতপক্ষে হযরত উসমান (রা.) এর যুগের আসল ইতিহাস যত বেশী অধ্যায়ন করা হবে এ প্রবন্ধটি তত বেশী শিক্ষনীয় ও মর্যাদাপূর্ণ মনে হবে।" (ইসলাম মেঁ ইখতেলাফাত কা আগায, ভূমিকা)

আরো অনেক মন্তব্য রয়েছে, কিন্তু সময় সংক্ষিপ্ত তাই তা বর্ণনা করা যাচ্ছে না। এর পর হযরত মুসলেহ মাওউদ (রা.) আরেকটি বক্তৃতা হলো "ইসলাম কে ইকতেসাদী নিযাম"। এটি একটি বক্তৃতা যা আহমদীয়া হোস্টেলে হয়েছিল। এর ব্যপ্তি ছিল প্রায় আড়াই ঘন্টা। এ সময়ে আহমদী ছাড়া শত শত বর ং কয়েকজন লিখেছেন যে, হাযার হাযার মুসলমান ও অমুসলমান সূধী ও শিক্ষিত ব্যক্তিবর্গ উপস্থিত ছিলেন। মুসলমান ও অমুসলমান উপস্থিতি যাদের অধিকাংশই উচ্চ শিক্ষিত ছিল এবং পঞ্জাব ইউনিভার্সিটির শিক্ষক ও ছাত্র ছিল।বক্তৃতার সময় অধ্যাপকেরা, উকিলরা এবং অন্যান্য শিক্ষিত বু দ্ধরাও অনেক নোটস নিতে থাকেন।"

(ইসলাম কা ইকতেসাদী নিযাম, পৃ:১)

ইসলামের আর্থিক ব্যবস্থাপনার সারকথা বর্ণনা করতে গিয়ে হযরত মুসলেহ্ মওউদ (রা.) বলেন, ইসলামী অর্থ নীতি হলো ব্যক্তি স্বাধীনতা এবং প্রশাসনিক হস্তক্ষেপের একটি যথাযথ সমন্ব য়ের নাম। [স্বাধীনতাও থাকে আবার প্রশাসনের দখল থাকে কিন্তু এরা পরস্পরের মাঝে সংগতিপূর্ণ মিল রাখে, সমন্বয় করে। অর্থাৎ বিশ্ববাসীর সামনে ইসলামযে আর্থিক ব্যবস্থ াপনা উপস্থাপন করে তাতে একটি নির্দি ষ্ট সীমা পর্য ন্ত সরকারের দখলও রাখা হয়েছে এবং একটি সীমা পর্য ন্ত ব্যক্তিকেও স্বাধীনতা দেয়া হয়েছে। এদুটির যথাযথ সমন্ব য়ের নাম হলো ইসলামী অর্থনীতি। ব্যক্তিস্বাধীনতা রাখার কারণ হলো ব্যক্তি যাতে নিজের জন্য পারলৌকিক পুঁজি জমা করে নেয় এবং তাদের মাঝে প্রতিযোগিতা ও প্রতিদ্বন্দ্বিতার চেতনা উন্নতি করে। শুধু জাগতিক প্রতিযোগিতা নয় বরং পরকালের জন্যও পুণ্যকর্ম সাধনের মাধ্যমে অগ্রগামী হওয়ার প্রতিযোগিতাও চালু থাকে। তিনি (রা.) আরো বলেন, এছাড়া সরকারের দখলদারী রাখার কারণ হলো ধনীরা যেন তাদের দরিদ্র ভাইদেরকে আর্থিকভাবে ধ্বংস করার সুযোগ না পায়। অতএব সাধারণ মানুষকে ধ্বংসের হাত থেকে রক্ষা করার যতটা প্রশ্ন রয়েছে সেক্ষেত্রে প্রশাসনের হস্তক্ষেপ আবশ্যক মনে করা হয়েছে আর সুস্থ প্রতিযোগিতা ও পারলৌকি জীবনের জন্য পাথেয় জমা করার যতটা বিষয় রয়েছে সেক্ষেত্রে ব্যক্তিস্বাধীনতা প্রতিষ্ঠিত রাখা হয়েছে এবং ব্যক্তি স্বাধীনতাকে পদদলিত করার পরিবর্তে এর পরিপূর্ণ সুরক্ষা করা হয়েছে। অতএব ইসলামী অর্থ নীতিতে ব্যক্তিস্বাধীনতারও পূর্ণ সুরক্ষা করা হয়েছে যাতে মানুষ বিভিন্ন ধরনের স্বে চ্ছাসেবার মাধ্যমে পারলৌকিক জীবনের জন্য পাথেয় সংগ্রহ করতে পারে আর সুস্থ প্রতিযোগিতার চেতনা উন্নতি করে মানসিক উন্নতির ময়দানকে সর্বদার জন্য বিস্তৃত করতে থাকে এবং প্রশসানের দখলও প্রতিষ্ঠিত রাখা হয়েছে যাতে ব্যক্তির দুর্বলতার কারণে অর্থনীতির ভিত্তি অন্যায়, অবিচারের ওপর প্রতিষ্ঠিত না হয় আর সাধারণ মানু ষের কোনো অংশের পথেই প্রতিবন্ধকতা সৃষ্টি না হয়।" (ইসলাম কা ইকতেসাদী নিযাম, পৃ:৩৫)

হুযূর (রা.) তাঁর বক্তৃ তার দ্বিতীয়াংশে সমাজতান্ত্রিক আন্দোলনের ধর্মীয়, অর্থনৈতিক, রাজনৈতিক, মতাদর্শিক ও ব্যবহারিক দিক থেকে বিস্তারিত পর্যালোচনা করেন আর শেষমেষ এ-সংক্রান্ত বাইবেলের একটি সুমহান ভবিষ্যদ্বাণীর উর্দু উদ্ধৃতি শোনানো ছাড়াও হযরত মসীহ্ মওউদ (আ.) এবং নিজের বিভিন্ন ভবিষ্যদ্বাণীরও উল্লেখ করেন।মোটকথা হযরত মুসলেহ্ মওউদ (রা.) এই বক্তৃতাটি শীর্ষ স্থানীয় ব্যক্তিবর্গের মাঝে একটি আলোড়ন সৃষ্টি করে দেয়। আল্লাহ্ তা'লার কৃপায় প্রতিটি স্তরেই এর অসাধারণ সফলতা অর্জিত হয়।" (ইসলাম কা ইকতেসাদী নিযাম, পৃ:৩)

"উপস্থিত শ্রোতামণ্ডলী গভীর আগ্রহ নিয়ে এই বক্তৃতাটি শ্রবণ করে আর মানুষ এতো দীর্ঘ সময় ধরে এমনভাবে বসে থাকে যেন তাদের মাথায় পাখি বসে আছে। একাধারে আড়াই ঘন্টা পর্যন্ত বক্তৃতা চলেছিল। এই বক্তৃতা শুনে একজন অধ্যাপক কেঁদেই ফেলেন এবং কিছু সংখ্যক সমাজতন্ত্রে বিশ্বাসী ছাত্র এই মনোভাব ব্যক্ত করেন যে, তারা ইসলামী সমাজতন্ত্রে বিশ্বাসী হয়ে গেছে আর এখন তারা একে নির্ভুল ও সঠিক মনে করে। বিশ্ববিদ্যালয়ের অর্থনীতি বিভাগের এমএ ক্লাশের কিছু সংখ্যক ছাত্র হুযূর (রা.)-এর এই বক্তৃতা সম্পর্কে যে আকাঙ্ক্ষা ব্যক্ত করে তা হলো এর ইংরেজি অনুবাদ ছাপিয়ে বিশ্ববিদ্যালয়ের অর্থনীতি বিভাগের অধ্যাপকদের কাছে প্রেরণ করা উচিত। সেই যুগে ইংরেজদের রাজত্ব ছিল আর অধিকাংশ অধ্যাপক ইংরেজ ছিল। একই সাথে তারা আরো বলে, ভবিষ্যতে ভারতবর্ষের উন্নতি ও কল্যাণের জন্য অন্যান্য লোকের পক্ষ থেকে যেখানে বিভিন্ন পরিকল্পনা উপস্থাপন করা হচ্ছে সেখানে এই ইসলামী ব্যবস্থাপনাও মুসলমানদের চিন্তাভাবনার প্রতিনিধিত্ব করবে যা হুযূর (রা.) উপস্থাপন করেছেন।"

(ইসলাম কা ইকতেসাদী নিযাম, পৃ: ২-৩)

লাহোর হাইকোর্টের অ্যাডভোকেট শ্রী লালা রাম চন্দ্র মাচান্দা সাহেব এ বক্তৃতার সভাপতিত্ব করেন। যিনি প্রতিবেদন লিখেছেন তিনি বলেন, "অসাধারণ বক্তৃতার পর অনুষ্ঠানের সভাপতি শ্রী লালা রাম চন্দ্র মাচান্দাসাহেব একটি সংক্ষিপ্ত বক্তব্য রাখেন। তিনি বলেন,আমি নিজেকে অত্যন্ত সৌভাগ্যবান মনে করছি, কেননা আমি এরূপ মূল্যবান বক্তৃতা শোনার সুযোগ পেয়েছি। এছাড়া আমি একারণে আনন্দিত যে, আহমদীয়া আন্দোলন উন্নতি করছে এবং অসাধারণ উন্নতি করছে। আপনারা সবাই এখন যে বক্তৃতা শুনলেন তাতে অত্যন্ত মূল্যবান ও নতুন নতুন বিষয়াদি আহমদীয়া জামা'তের সম্মানিত ইমাম বর্ণনা করেছেন। আমি এই বক্তৃতা শুনে অত্যন্ত উপকৃত হয়েছি এবং আমি মনে করি, আপনারাও হয়তো এসব অমূল্য তথ্য দ্বারা উপকৃত হয়েছেন। আমি একারণেও আনন্দিত যে, এই অনুষ্ঠানে শুধু মুসলামানরা নন বরং অমুসলিমরাও উপস্থিত আছেন।"

তিনি আরো বলেন, আগে আমি মনে করতাম এবং আমার এই ধারণাটি ভুল ছিল যে, ইসলামের বিধিবিধানে শুধুমাত্র মুসলমানদের কথাই দৃষ্টিপটে রাখা হয়েছে আর অমুসলিমদের কথা মোটেও দৃষ্টিপটে রাখা হয় নি। কিন্তু আজ আহমদীয়া জামা'তের সম্মানিত ইমামের বক্তৃতা থেকে বুঝতে পেরেছি, ইসলাম সমগ্র মানবমণ্ডলীর মাঝে সাম্যের শিক্ষা দেয় আর এটি শুনে আমি খুবই প্রীত হয়েছি। আমি অমুসলিম বন্ধুদের বলব, এমন ইসলামকে সম্মান ও শ্রদ্ধার দৃষ্টিতে দেখতে আপনাদের আপত্তি কোথায়? আপনারা যেমন গাম্ভীর্যের সাথে, শান্তভাবে বসে আড়াই ঘণ্টা যাবৎ আহমদীয়া জামা'তের সম্মানিত ইমামের বক্তৃতা শুনেছেন তা দেখলে যেকোনো ইউরোপীয় আশ্চর্য হতো যে, ভারতের মানুষের এতটা উন্নতি হয়েছে!"

প্রতিবেদক আরো লিখেন, বক্তৃতা শোনার পর অধিকাংশের মুখেই প্রশংসাবাণী শোনা যাচ্ছিল, বরং বৃহৎ একটি অংশ একথা স্বীকার করে যে, ধর্মীয় মতাদর্শের দিক থেকে যদিও আমরা হযরত মির্যা বশীরুদ্দীন মাহমুদ আহমদ সাহেবের সাথে মতানৈক্য পোষণ করি [আমাদের আকীদা বা ধর্মবিশ্বাস ভিন্ন, তিনি যে আকীদা রাখেন আমরা তা মানি না।] কিন্তু এই সত্যকে আমরা অস্বীকার করতে পারি না! [আকীদাগত ভিন্নতা থাকা সত্ত্বেও তারা এটি স্বীকার করে নিচ্ছেন এবং বলছেন যে,] এই সত্যকে আমরা অস্বীকার করতে পারি না যে, তিনি বর্তমানে ভারতের শ্রেষ্ঠ আলেম [আর বাস্তবতাও তা-ই ছিল।] অর্থনীতি সম্পর্কে কুরআনের তত্ত্ব ও প্রজ্ঞার এরূপ উদ্ঘাটন এবং ইউরোপের অর্থনৈতিক দর্শনের এরূপ খণ্ডন আজ পর্যন্ত কোনো মানুষের পক্ষ থেকে এভাবে উপস্থাপন করা হয় নি, যে ব্যবস্থাপনার শ্রেষ্ঠত্ব স্বয়ং ইসলামের অস্বীকারকারীরাও স্বীকার করেছে এবংস্বয়ং সমাজতন্ত্রের সমর্থকরা সমাজতন্ত্রের ত্রুটিবিচ্যুতি স্বীকার করতে বাধ্য হয়েছে। বস্তুত মৌলভী শের আলী সাহেব বর্ণনা করেন, তিনি বক্তৃতার পর কয়েকজন অ-আহমদী যুবককে নিজেদের মধ্যে আলাপ করতে শুনেছেন যে,

মহানবী (সা.)-এর বাণী

কোন জিনিসে যত নম্রতা ও কোমলতা থাকে, সেই বস্তুর জন্য তত বেশি সৌন্দর্যের কারণ হয় আর যেটি থেকে কোমলতা ও নম্রতা হারিয়ে যায়, সেটি ততটাই কুৎসিত হয়ে পড়ে।" (সহী মুসলিম)

দোয়াপ্রার্থী: Shujauddin and Family , Barisha (Kolkata)

এরপরও যদি তোমরা কমিউনিস্টদের বা সমাজতন্ত্রের সমর্থন করো তবে তোমাদের জন্য অভিসম্পাত!

অনুরূপভাবে জনৈক অধ্যাপক, যার উল্লেখ ইতোপূর্বেও এসেছে, তিনি এই বক্তৃতা শুনে (আবেগে) কেঁদে ফেলেন।

বক্তৃতা শেষ হলে অ-আহমদী অধ্যাপক ও ছাত্রদের পক্ষ থেকে যে আকাঙ্ক্ষা ব্যক্ত করা হয় তা হলো, সময়ের স্বল্পতার জন্য যেহেতু হুযূর (রা.) তাঁর বক্তৃতায় বিষয়বস্তুর সবগুলো দিকের ওপর নিজের মতামত তুলে ধরতে পারেন নি, তাই আরো একটি বক্তৃতার আয়োজন করা হোক যেখানে বিষয়টির অবশিষ্ট অংশগুলোও সুস্পষ্ট করা হবে যেন মানুষ জ্ঞানের সেই ঝরনাধারা থেকে তৃষ্ণা নিবারণ করতে পারে যা আল্লাহ্ তা'লা হুযূর(রা.)কে দান করেছেন।

(তারিখে আহমদীয়াত, ৯ম খণ্ড, পৃ: ৪৯৫-৪৯৭)

(এভাবে) জাগতিক ও আধ্যাত্মিক জ্ঞানে তাঁকে পূর্ণ করা হয়েছে।

লাহোর ইসলামিয়া কলেজের ভাইস প্রিন্সিপাল সৈয়দ আব্দুল কাদের সাহেব এম.এ, যিনি ইতিহাস বিভাগের প্রধান ছিলেন, তিনি লাহোর সানরাইজ পত্রিকায় 'ইসলাম ও সমাজতন্ত্র' শীর্ষক একটি নোট লিখেন যার অংশবিশেষ হলো- তিনি লিখেন, ইসলামের অর্থনৈতিক ব্যবস্থা এবং সমাজতন্ত্র বিষয়ে আহমদীয়া জামা'তের ইমাম মির্যা বশীরুদ্দীন মাহমুদ আহমদ সাহেবের বক্তৃতা শোনার সৌভাগ্য আমারও হয়েছে। যে বক্তৃতাটি শোনার সৌভাগ্য আমার লাভ হয়েছে সেটিও তাঁর অন্যান্য বক্তৃতার ন্যায় জ্ঞানের ভুবনে বিপ্লব সৃষ্টিকারী এবং তথ্যবহুল ছিল। মির্যা সাহেব খোদাপ্রদত্ত যোগ্যতার অধিকারী। মির্যা সাহেব খোদাপ্রদত্ত যোগ্যতার অধিকারী এবং এ বিষয়ে সার্বিকভাবে তিনি পাণ্ডিত্য অর্জন করেছিলেন। কোনো ডিগ্রীধারী নন, কোনো গবেষণাও করেন নি, কিন্তু আল্লাহ তা'লা শিখিয়েছেন। এজন্যে তাঁর চিন্তাধারা এ বিষয়ের দাবি রাখে যে, আমরা এগুলোকে সম্মানের দৃষ্টিতে দেখে এগুলোর প্রতি মনোযোগী হই।"

(তারিখে আহমদীয়াত, ৯ম খণ্ড, পৃ: ৪৯৯)

বিভিন্ন ভাষায় এর অনুবাদও হয়েছে। এর অনুবাদ পড়ে ভিনদেশী প্রেস এবং শিক্ষিত সমাজও অনেক প্রশংসা করেছে। যেমন- স্পেনের সুপ্রিম ট্রাইব্যুনালের প্রেসিডেন্ট এস ওয়াই ডি জোস কাস্টন এ ি ট পড়ে মৌলভী করম আলী জাফর সাহেবকে লিখেন, আমি আপনার পত্রের জন্য আন্তরিকভাবে কৃতজ্ঞ আর এর সাথে একটি চমৎকার পুস্তকও ছিল যা অধ্যয়ন করে আমার প্রকৃতিতে অত্যন্ত উন্নত এবং গভীর প্রভাব পড়েছে। আমি আপনাকে নিশ্চিত করে বলছি, আল্লাহ তা'লা আপনাকে এই স্পেনে এবং এর বাইরে বিরাট সফলতা দান করবেন। পুস্তকটি বর্তমান যুগের নিরিখে অত্যন্ত আকর্ষণীয়। "

(তারিখে আহমদীয়াত, খণ্ড-১২, পৃ: ৩৫)

পুনরায় হযরত মুসলেহ মওউদ (রা.) এর মৃত্যুতে রোশনি শ্রীনগর পত্রিকা ১১নভেম্বর ১৯৬৫ সালের সংখ্যায় লিখেছে, অল ইন্ডিয়া কাশ্মীর কমিটির প্রথম সভাপতি জনাব মির্যা বশির উদ্দিন মাহমুদ আহমদ সাহেবের মৃত্যুতে আমরা গভীরভাবে শোকাহত। তিনি বলেন, তিনি একজন উন্নত পর্যায়ের আলেম এবং চিন্তাবিদ ছিলেন। বক্তৃতা প্রদানে তার সমকক্ষ খুজে পাওয়া ভার। এমনকি ইসলামের অর্থনৈতিক ব্যবস্থাপনা এবং ইসলামের নব ব্যবস্থাপনার ন্যায় সুক্ষ্ম বিষয়াদি সম্পর্কে এক এক বৈঠকে যে বক্তৃতা প্রদান করা হয়েছে তা পুস্তকাকারে প্রকাশিত হয়ে সর্বসাধারণের কাছে গ্রহণযোগ্যতা পেয়েছে। তার জ্ঞানী ও প্রজ্ঞাবান হওয়ার ধারণা এ বিষয়টি থেকে খুব ভালভাবে অনুধাবন করা যায় যে, ইন্টারন্যাশনাল কোর্ট অব জাস্টিস এর জর্জ জাস্টিস স্যার জাফরুল্লাহ খান সাহেবও তার অনুসারীদের অন্তর্ভুক্ত এবং তার ভাষায়, তার সত্তা উত্তম চারিত্রিক গুণাবলীর এমন এক আকর্ষণীয় চিত্র উপস্থাপন করে যা একক ব্যক্তির সত্তায় বিদ্যমান থাকা অত্যন্ত দুর্লভ। তিনি বাহ্যিক এবং অভ্যন্তরীন জ্ঞানের উৎসও ছিলেন। এখন অন্যান্যরাও এ কথা স্বীকার করছে যে, তিনি বাহ্যিক এবং অভ্যন্তরীণ জ্ঞানের উৎস ছিলেন। তিনি সুচিন্তিত মতামত এবং কর্মক্ষেত্রের একচ্ছত্র অধিপতি। তার জীবনের অধিকাংশ সময় আল্লাহর স্বরণ ও চিন্তাভাবনায় কেটে যেত, কিন্তু কর্মক্ষেত্রে তিনি অবিচল এবং নির্ভিক নেতা ছিলেন। তিনি আরো বলেন, জনাব মির্যা বশীর উদ্দিন মাহমুদ আহমদ সাহেব সম্পর্কে প্রত্যেক কাশ্মীরের হৃদয় পঞ্চমুখ। কেননা কাশ্মীরের স্বাধীনতার আন্দোলনে তার অনেক বড় অবদান আছে। ১৯৩১সালে যখন কাশ্মীর আন্দোলন শুরু হয় তখন তিনিই অল ইন্ডিয়া কাশ্মীর কমিটির প্রথম সভাপতি ছিলেন এবং এটি তারই প্রচেষ্টার ফল ছিল যে, এ আন্দোলন বেগবান হয় এবং এর প্রভাব বিশ্বব্যাপী ছড়িয়ে পড়ে।"

(তারিখে আহমদীয়াত, খণ্ড-২২, পৃ: ১৮৪-১৮৫)

এছাড়া ওয়েম্বলে কনফারেন্স জামা'তের ইতিহাসে অনেক বিখ্যাত। এতে তার যে প্রবন্ধ পাঠ করা হয়েছে তাতে অন্যদের প্রভাব কেমন ছিল? প্রবন্ধ পাঠ শেষ হওয়ার পর সভাপতি সংক্ষিপ্ত মন্তব্য করতে গিয়ে বলেন, আমার অধিক বলার প্রয়োজন নেই। প্রবন্ধের সৌন্দর্য্য এবং উৎকর্ষতার প্রমাণ এটি নিজেই। তিনি ইংরেজ ছিলেন। বলেন, আমি কেবল নিজের পক্ষ থেকে এবং সভার উপস্থিত লোকদের পক্ষ থেকে প্রবন্ধ বিন্যাসের সৌন্দর্য্য, চিন্তাধারার সৌন্দর্য্য এবং উন্নত মানের দলিল উপস্থাপনের রীতি দেখে খলিফাতুল মসীহর কৃতজ্ঞতা জ্ঞাপন করছি। দর্শকদের চেহারার ভাষা আমার এ মন্তব্যের সাথে সামঞ্জস্যপূর্ণ এবং আমি দৃঢ় বিশ্বাস পোষণ করি যে, তারা স্বীকৃ তি প্রদান করছে যে, আমি তাদের পক্ষ থেকে কৃতজ্ঞতা জ্ঞাপনের অধিকার রাখি এবং তাদের অনুবাদকের দায়িত্ব পালন করছি। অতঃপর হযরত সাহেবকে উদ্দেশ্য করে নিবেদন করে যে, বক্তৃতার সফলতার জন্য আপনাকে অভিনন্দন জানাচ্ছি। আজ আপনার যে প্রবন্ধ পাঠ করা হয়েছে তা ছিল অতিব উত্তম। "

প্রতিবেদক লিখেছেন, "এক ব্যক্তি হযরত (খলিফা সানী রা.) কাছে উপস্থিত হয়ে নিবেদন করেন, আমি ভারতে ত্রিশ বছর দায়িত্ব পালন করেছি এবং মুসলমাদের অবস্থা ও দলীল-প্রমাণ অধ্যয়ন করেছি। কেননা, আমি ভারতে একজন মিশনারী হিসেবে দায়িত্ব পালন করেছি কিন্তু যে বিশেষত্ব , দক্ষতা ও প্রজ্ঞার সাথে আজ আপনি আপনার প্রবন্ধ উপস্থাপন করেছেন ইতোপূর্বে আমি তা কোথাও শুনিনি। এই প্রবন্ধ শুনে আমার ওপর- বিষয়বস্তুর দিক থেকে, বিন্যাসের দিকে থেকে এবং দলীল-প্রমাণের দিক থেকে গভীর প্রভাব বিস্তার করেছে। যাইহোক, (এই প্রবন্ধ সম্পর্কে) অগণিত প্রতিক্রিয়া রয়েছে। তাঁর বিভিন্ন বিষয়ে (রচিত) প্রবন্ধ ও বক্তব্য সমুহের সংখ্যা-ও অগণিত, যেভাবে আমি শুরুতে উল্লেখ করেছি। আমি কেবলম গুটিকতক উদাহারণ উপস্থাপন করেছি মাত্র।

ফাতহুল আরব পত্রিকার একটি উদ্ধৃতি উপস্থাপন করছি। ১৯২৪ সালে হযরত খলীফাতুল মসীহ্ সানী (রা.) যখন ইউরোপ সফরে গমন করেন তখন যাত্রা পথে আরব দেশ সমূহে-ও অবস্থান করেন আর সেই সময় আরব দেশ সমূহের সংবাদ মাধ্যম-ও তাঁর (সফর) সম্পর্কে তাদের মতামত প্রকাশ করেন। অতএব, দামেস্কের ফাতহুল আরব পত্রিকা তাদের ১০ আগস্ট ১০২৪ সংখ্যায় লিখেছে, "এই খলীফা সাহেবের তার জীবনের চল্লিশ বছর পার করছেন। মুখমন্ডলে কালো শুশ্রু শোভা পায়। চেহারা গোধুম বর্ণের এবং প্রতাপ ও ব্যক্তিত্বের ছাপ চেহারায় প্রকাশ পায়। চোখ দুটো পবিত্রতা, বিচক্ষণতা ও অসাধারণ জ্ঞান ও বুদ্ধির কথা বলছে। আপনারাতাঁর সামনে, যেখানে তিনি তাঁর বরফসম শুভ্র পাগড়ি পরিহিত অবস্থায় দাঁড়ান (তবে তাঁর) মানসিক দক্ষতা দেখলে আপনারা (পাঠকদেরকে বলছেন) বুঝতে পারবেন যে আপনারা এমন একজন ব্যক্তিত্বের সামনে দাড়িয়েছেন তাঁকে চেনার আগেই যিনি আপনাদেরকে খুব ভালোভাবে চিনে ফেলবেন। তিনি আপনাকে/ আপনাদেরকে তাঁর চোখ দিয়ে দেখবেন আর তাঁর ঠোঁটে হাসি খেলা করে। পুনরায় হযরত মুসলেহ্ মওউদ (রা.) সম্পর্কে বলেন, তাঁর ঠোঁটে হাসি খেলা করতে থাকে যা কখনো প্রকাশ্যে ও কখনো গোপনে রয়ে যায়, (তিনি) সর্বদা হাস্যজ্জ্বল থাকেন। পাঠকদের উদ্দেশ্যে তিনি লিখেন- আপনি যদি সেই অবস্থা দেখেন তবে আপনি সেই হাসিতে লুক্কায়িত যে অর্থ রয়েছে এবং প্রতাপ রয়েছে তা দেখে আশ্চার্য হয়ে যাবে।"

(মাহানা খালিদ, সৈয়্যদানা মুসলেহ মওউদ নম্বর, জুন-জুলাই ২০০৮)

অন্যদের এমন অসংখ্য প্রতিক্রিয়া/ মতামত রয়েছে সে সকল লোকদের যারা অল্পবিস্তর তাঁর (রা.)-এর সান্নিধ্য লাভের সুযোগ পেয়েছে। আলোচনার তথ্য-উপাত্ত তো অনেক ছিল, যেভাবে আমি বলেছি, আমি (আরো অনেক) সংকলন করিয়েছিলাম কিন্তু সময় সল্পতার কারণে আমি অল্পই উপস্থাপন করেছি তাও আবার সংক্ষিতরূপে উপস্থান করেছি তাও আবার সকল বিষয় লিখিনি।

হযরত মসীহ্ মওউদ (আ.) যে বিষয়গুলো ভবিষ্যতবাণীতে উল্লেখ করেছিলেন অথবা বলা উচিত যে, আল্লাহ তালা তিনি (আ.)-কে (যা) বলেছেন তা হযরত মির্যা বশির উদ্দিন মাহমুদ আহমদ, মুসলেহ্ মওউদ (রা.)-এর সত্ত্বায় পূর্ণ হয়েছে। তাঁকে আল্লাহ তালা যে জ্ঞান ও প্রজ্ঞা প্রদান করেছিলেন, কোন বড় আলেম-ও তার মোকাবেলা করতে পারত না। তাঁর (রা.) প্রদত্ত বক্তব্য জামাতের একটি ধনভান্ডার। তাঁর (রা.)-এর বক্তব্য সমূহ, (জুমার) খুতবা সমূহ, প্রবন্ধ সমূহ অধিকাংশই প্রকাশিত হয়েছে কিছু ছাপা হচ্ছে। সেগুলো আমাদের পাঠ করা উচিত আর বর্তমানে অনুবাদের কাজ দ্রুত গতিতে এগিয়ে চলছে, ইনশাল্লাহ! তাড়াতাড়িই সেগুলো সহাজ লভ্য হবে। ইংরেজী (অনুবাদের) তো অনেক কাজ শেষ হয়েছে (এবং) হচ্ছে, আমার (বলার) উদ্দেশ্য হচ্ছে কিছু ছোট ছোট পুস্তকাদী (ইংরেজীতে) প্রকাশিত হয়েছে।

আল্লাহ তালা আমাদেরকে এই জ্ঞান ও প্রজ্ঞার (ভান্ডার) থেকে উপকৃত হওয়া তৌফিক দান করুন। **********

মসীহ মওউদ (আ.)-এর বাণী

"খোদা সেই ব্যক্তিকে ভালবাসেন, যে তাঁর কিতাব কুরআন শরীফকে নিজের কর্মবিধান হিসেবে আখ্যা দেয়।"

(চশমায়ে মারেফাত, রূহানী খাযায়েন, খণ্ড-২৩, পৃ: ৩৪০)

দোয়াপ্রার্থী: Qazi Abdur Rashid, Basantpur, 24 PGS (S)

শেষের পাতার পর.

যায়, তিনি শেখ সাহেবের দিকে তাকিয়ে সালামের পর বলেন, আপনি কেমন আছেন? তিনি পুরোনো জানাশোনা মানুষ ছিলেন বয়োবৃদ্ধ চট্টসাহেব বলেন, আলহামদুলিল্লাহ্।

হযরত মসীহ্ মওউদ (আ.) হাকীম মুহাম্মদ হোসাঈন কোরেশী সাহেবকে সম্বোধন করে বলেন, তার যেন কোন কষ্ট না হয় তা নিশ্চিত করা আপনার দায়িত্ব; তার থাকাখাওয়ার সুব্যবস্থা করুন। যে জিনিসেরই প্রয়োজন হয় আমাকে জানান আর মিয়াঁ নাজমুউদ্দিন সাহেবকে তাগাদা দিন যে, তার

খাবারের জন্য যা যথাযথ এবং যা তিনি খেতে পছন্দ করেন তা যেন প্রস্তুত করেন। হাকীম সাহেব বলেন, জি ঠিক আছে। ইনশাআল্লাহ্, কোন কষ্ট হবে না। এরপর হযরত মসীহ্ মওউদ (আ.) অতিথিকে সম্বোধন করে বলেন, আপনি নিশ্চয় রোযা রাখেন নি। সেই ব্যক্তি বলেন, আমি রোযা রেখেছি। তিনি আহমদী ছিলেন না। হযরত মসীহ্ মওউদ (আ.) বলেন, কুরআন যেসব ছাড় দিয়েছে সেগুলো অনুসরণ করাও তাকওয়া। আল্লাহ্ তা'লা মুসাফির এবং রুগ্নদের অন্য সময় রোযা রাখার অনুমতি এবং ছাড় দিয়েছেন, তাই এই নির্দেশও মেনে চলা উচিত। তিনি বলেন, আমি পড়েছি অধিকাংশ জ্যেষ্ঠ বা উম্মতের বুযূর্গদের মতামত হল, যে ব্যক্তি অসুস্থ অবস্থায় এবং সফরে রোযা রাখে সে পাপ করে। কেননা আসল বিষয় হল, আল্লাহ্‌র সন্তুষ্টি, নিজের ইচ্ছায় নয় বরং আল্লাহ্‌র সন্তুষ্টি তাঁর আনুগত্যের মাঝে নিহিত। অর্থাৎ তিনি যে নির্দেশ দেন তার আনুগত্য করা উচিত আর নিজের পক্ষ থেকে এতে কোন কথা যোগ করা উচিত নয়। তিনি এই নির্দেশই দিয়েছেন যে,

فَمَنْ كَانَ مِنْكُمْ مَّرِيْضًا اَوْ عَلٰى سَفَرٍ فَعِدَّةٌ مِّنْ اَيَّامٍ اُخَرَ

(সূরা আল্ বাকারা: ১৮৫) এতে অন্য কোন শর্ত রাখেন নি যে, এমন সফর হতে হবে আর এ ধরণের অসুস্থতা হতে হবে। আমি সফরে রোযা রাখি না অনুরূপভাবে, অসুস্থ অবস্থায়ও রোযা রাখি না। আজও আমার স্বাস্থ্য ভালো না, তাই আমি রোযা রাখি নি। হাঁটাচলা করলে রোগের প্রকোপ কিছুটা কমে যায়, তাই আমি বাহিরে যাব।

(অতিথিকে তিনি জিজ্ঞেস করেন,) আপনিও যাবেন নাকি?বয়োবৃদ্ধ চট্টসাহেব বলেন, না আমি যেতে পারব না, আপনি ঘুরে আসুন। পবিত্র কুরআনে নিঃসন্দেহে এই নির্দেশ রয়েছে কিন্তু সফরে যদি কোন কষ্ট না হয় তাহলে রোযা কেন রাখা হবে না? হুযূর বলেন, এটি আপনার মতামত, কুরআন শরীফে কষ্ট হওয়া বা কষ্ট না হওয়ার কথা আদৌ উল্লেখ করা হয় নি। আপনি খুবই বয়োবৃদ্ধ এক ব্যক্তি। জীবনের কোন ভরসা নেই, মানুষের সেই পথই অনুসরণ করা উচিত, যাতে খোদা তা'লা সন্তুষ্ট হন এবং সিরাতে মুস্তাকীম পাওয়া যায়। তখন বয়োবৃদ্ধ ভদ্রলোক বলেন, আমি তো এ জন্যই এসেছি যেন আপনার কাছে অবস্থান করে কিছুটা উপকৃত হতে পারি। এই পথই যদি সত্য হয় তাহলে কোথাও এমন যেন না হয় যে, আমরা ঔদাসিন্যের মাঝে থেকেই মারা যাই। হুযূর (আ.) বলেন, এটি খুবই ভালো কথা। এরপর তিনি বলেন, আমি কিছুটা ঘুরে আসি, আপনি বিশ্রাম করুন।"

(আল হাকাম, ৩১ জানুয়ারি ১৯০৭, পৃ. ১৪, ১১তম খণ্ড, সংখ্যা ৪)

একবার হযরত মসীহ্ মওউদ (আ.)-এর বৈঠকে রুগ্ন এবং মুসাফিরের রোযা রাখার প্রসঙ্গে কথা উঠে। হযরত মৌলভী নুরুদ্দীন সাহেব পূর্বের কথাই শুনিয়েছেন যে, শেখ ইবনে আরাবীর উক্তি রয়েছে, রুগ্ন এবং মুসাফির রোযার সময় রোযা রাখলেও আরোগ্য লাভের পর অর্থাৎ রমযানের পর তার জন্য পুনরায় রোযা রাখা আবশ্যক। কেননা আল্লাহ্ তা'লা বলেন,

তোমাদের মাঝে যারা অসুস্থ বা সফরে থাকে তারা রমযান মাসের দিনগুলো অতিবাহিত হওয়ার পর রোযা রাখবে। এখানে আল্লাহ্ তা'লা একথা বলেন নি যে, রুগ্ন ব্যক্তি বা মুসাফির যদি হঠকারিতা প্রদর্শন করে বা নিজের ইচ্ছা পূর্ণ করে এই দিনগুলিতে রোযা রাখে তাহলে পরবর্তীতে আর রোযা রাখার প্রয়োজন নেই।

فَمَنْ كَانَ مِنْكُمْ مَّرِيْضًا اَوْ عَلٰى سَفَرٍ فَعِدَّةٌ مِّنْ اَيَّامٍ اُخَرَ

(সূরা আল্ বাকারা: ১৮৫) আল্লাহ্ তা'লার স্পষ্ট নির্দেশ হল, তাকে পরেও রোযা রাখতে হবে।পরবর্তীতে রোযা রাখা তার জন্য আবশ্যক। সে যদি রোযা রাখে এটি তার জন্য অতিরিক্ত একটি বিষয়, এটি তার নিজেরই সিদ্ধান্ত, এর ফলে পরে রোযা রাখা সম্পর্কে খোদার যে নির্দেশ রয়েছে সেটি টলতে পারে না। হযরত আকদাস মসীহ্ মওউদ (আ.) বলেন, যে ব্যক্তি সফর এবং অসুস্থ অবস্থায় রমযান মাসে রোযা রাখে, সে আল্লাহ্‌র স্পষ্ট নির্দেশের অবাধ্যতা করে। আল্লাহ্‌র পরিস্কার নির্দেশ হল, রুগ্ন এবং মুসাফির যেন রোযা না রাখে। সুস্থ হওয়ার পর আর সফর সমাপ্তির পর সে রোযা রাখবে। আল্লাহ্‌র এই নির্দেশ মেনে চলা উচিত, কেননা পরিত্রাণ লাভ হয় খোদার অনুগ্রহে, কর্মবলে কেউ মুক্তি পেতে পারে না। রোযার মাধ্যমে কেউ মুক্তি লাভ করতে পারবে না। খোদা তা'লা এই কথা বলেন নি যে, রোগ সামান্য না বেশি, সফর সংক্ষিপ্ত নাকি দীর্ঘ, বরং এটি সর্বজনীন একটি নির্দেশ, এটি মেনে চলা উচিত। রুগী এবং মুসাফির যদি রোযা রাখে তাহলে তারা নির্দেশ লঙ্ঘনের অপরাধে অপরাধী হবে।" (মলফুযাত, ৯ম খণ্ড, পৃ. ৪৩০-৪৩১, সংস্করণ ১৯৮৫, যুক্তরাজ্যে মুদ্রিত) (বাকি পরের সংখ্যায়...)

১ম পাতার পর...

মিসকিন ও মুসাফিরদেরও অধিকারের কথা আল্লাহ্ উল্লেখ করেছেন। এবং অন্যত্র বিশদে বলা হয়েছে وَفِيْٓ اَمْوَالِهِمْ حَقٌّ لِّلسَّآئِلِ وَالْمَحْرُوْمِ অর্থাৎ মানুষের অর্থ-সম্পদে যাচনাকারীও অধিকার থাকে।

মিসকিনদের অধিকার থাকার কথা এজন্য বলা হয়েছে যে, পৃথিবীতে ধনী ও দরিদ্ররা পালাক্রমে পাল্টে যেতে থাকে। আজ কে দরিদ্র, সে কখনও ধনী ছিল। আর আজ কে ধনী সে কখনও দরিদ্র ছিল। আর এখনকারা ধনীরা তাদের প্রতি সদয় ছিল। অতএব, সমগ্র জগতকে যদি সার্বিক দৃষ্টিতে দেখা যায়, তবে স্পষ্ট হবে যে কারো সম্পদ তার পুরোপুরি নিজস্ব নয়। বরং তাতে অন্যদেরও অধিকার অন্তর্ভুক্ত রয়েছে। দ্বিতীয় কারণ, পৃথিবীর সমস্ত জিনিস আল্লাহ্ তা'লা সমগ্র মানবজাতির জন্য দান করেছেন, কোনও ব্যক্তি বিশেষের জন্য নয়। তাই কোনও ব্যক্তি বিশেষ যদি কোনও কারণে কারণে বেশি সম্পদশালী হয়ে ওঠে তবে অন্যদের অধিকার হারিয়ে যায় না, অন্যরাও সেই সম্পদের অংশীদার। নিঃসন্দেহে কোনও ব্যক্তি বেশি পরিশ্রম করে বেশি সম্পদ অর্জন করাকে ইসলাম স্বীকার করে, কিন্তু সেই সম্পদে অন্যদেরকে শরিক না করে তাকে মালিক হিসেবে স্বীকার করে না।

মুসাফিরদের অধিকার এভাবে রয়েছে যে, যখন এরা এক স্থান থেকে অন্যত্র যায়, তখন এরা এর প্রতি উত্তম আচরণ করে। অতএব, অন্য স্থানের মুসাফিরদের সেবা করা তার কর্তব্য, যাতে আপ্যায়নের দায়িত্ব পালন হয়। ইবনেস সাবিল বা মুসাফির-এর অধিকার সম্পর্কে আঁ হযরত (সা.) বলেছেন, যখন তোমরা কোনও বসতি যাও, তখন তিন দিন পর্যন্ত আতিথ্য লাভ তোমাদের অধিকার। সাহাবাগণ নিবেদন করলেন, হে রসুলুল্লাহ! যদি বসতিবাসীরা না দেয়? তিনি (সা.) বলেন, কেড়েও নিতে পার।

(আবু দাউদ, ৩য় খণ্ড, কিতাবুল আতইমা)

এই আদেশ সেই সময়ের জন্য যখন ইসলামী সংস্কৃতি প্রচলিত থাকে। কেননা, সেই সময় অন্যরা তাদের আতিথ্য লাভের অধিকার পাবে। এই আদেশ যদি সারা পৃথিবীতে বলবৎ হয় তবে হোটেল ও সরাইখানার কারণে যে সব পাপাচার সৃষ্টি হয়েছে সেগুলি সব মিটে যাবে। আর উচ্চমানের শিক্ষালাভের জন্য প্রয়োজনীয় ভ্রমন দরিদ্রদের জন্য সহজলব্ধ হয়ে উঠবে। কিন্তু পরিতাপের বিষয় হল মুসলমানেরা নিজেরাই এই আদেশ ভুলে বসে আছে।

মুসাফিরদের প্রতি সদাচরণ করার এই সর্বজনীন আদেশ পৃথিবী থেকে বহু নৈরাজ্য মিটিয়ে ফেলার কারণ। কেননা ঝগড়া বিবাদ বিদ্বেষ থেকে তৈরী হয়। এভাবে আতিথেয়তার প্রচলন হলে বিদ্বেষ দূরীভূত হবে আর গ্রাম হোক বা দেশ, সকল প্রকার বিবাদের অবসান ঘটবে। যে সব লোক অন্য কোনও দেশের আতিথেয়তা থেকে উপকৃত হয়েছে, তারা কখনও সহজে তাদের বিরুদ্ধে লড়াইয়ে উদ্যত হবে না। তবে ব্যতিক্রমী কিছু বর্বর চরিত্র রয়েছে যাদের সংখ্যা তুলনায় কম। এছাড়া এই আদেশের ফলে গ্রামগঞ্জের ব্যবস্থাপনার ভিতও মজবুত হয়। কেননা আতিথেয়তা সমস্ত গ্রামের জন্য অনিবার্য হয়ে দাঁড়াবে। অতএব, এই আদেশটি পালন করার জন্য প্রতিটি গ্রামবাসী এমন এক ব্যবস্থাপনা অনুসরণে বাধ্য থাকবে যার অধীনে গোটা গ্রাম অতিথিদের সেবা করতে পারবে আর এই ব্যবস্থাপনা তাদের অন্যান্য কাজের ক্ষেত্রেও কল্যাণকর হবে।

লা তুবাযযের- এরপর বলা হয়েছে, উপরের আদেশে অর্থ ব্যয় করার নসীহত করা হয়েছে। এর অর্থ এই নয় যে, অর্থ অপচয় করা। আমরা কেবল সেই সব ক্ষেত্রে ব্যয় করার আদেশ দিয়েছি যেগুলি প্রয়োজনীয়, অহেতুক অর্থ অপচয়ের আদেশ দিই নি।

ইবনে মাসউদের উক্তি- اَلتَّبْذِيْرُ اَلْاِنْفَاقُ فِيْ غَيْرِ حَقٍّ অর্থাৎ অবৈধভাবে অর্থ অপচয় করাকে 'তাবযীর' বলা হয়। অতএব, এই আদেশে ধর্মীয় বিষয়ে খরচ করাকে ধরা হয় নি। ধর্মের কোনও প্রয়োজনের জন্য যদি কেউ নিজের সমস্ত সম্পদও আল্লাহ্‌র রাস্তায় দান করে দেয় তবে তা সে 'মুবাযযির' (অপচয়কারী) হবে না। কেননা সে অপাত্রে ব্যয় করে নি।

কুরআন করীমে অপব্যায়ের বিষয়ে অন্যত্র বাখ্যা করা হয়েছে।

وَالَّذِيْنَ اِذَآ اَنْفَقُوْا لَمْ يُسْرِفُوْا وَلَمْ يَقْتُرُوْا وَكَانَ بَيْنَ ذٰلِكَ قَوَامًا

অর্থাৎ অপব্যয়ও করা উচিত নয় আবার কৃপণতা করাও উচিত নয়। তবে মধ্যম পন্থা অবলম্বন করা বাঞ্ছনীয়।

যুগ খলীফার বাণী

যদি বাহ্যিক বা অভ্যন্তরীণ কোন অন্তরায় না থাকে, তাহা হইলে কুরআন শরীফ এক সপ্তাহের মধ্যে মানুষকে পবিত্র করিতে সক্ষম। যদি তোমরা কুরআন শরীফ হইতে বিমুখ না হও তাহা হইলে ইহা তোমাদিগকে নবী সদৃশ করিতে পারে। **(খুতবা জুমা, প্রদত্ত ২৪ শে মে, ২০১৯)**

দোয়াপ্রার্থী: Sabina Yasmin, Bilaspur (Chhattisgarh)

২য় পাতার পর...

ওয়াক্ত নামাযের জন্য খোলা থাকে।

হুযুর আনোয়ার বলেন, সর্বপ্রধান বিষয় হল প্রত্যেক আহমদীর উচিত পাঁচ ওয়াক্ত নামাযের বিষয়ে নিয়মনিষ্ঠ হওয়া এবং বা-জামাত নামাযকে প্রাধান্য দেওয়া। এছাড়াও রয়েছে কুরআন করীমের তিলাওয়াত এবং জুমআর খতবা।

সেক্রেটারী সাহেব বলেন, সমীক্ষা অনুসারে ৫৩ শতাংশ সদস্য খুতবা শোনেন। এখন সমস্ত সেন্টার এবং মসজিদে জুমার দিন হুযুরের খুতবার সারাংশ শোনানো হয়। এছাড়া সমগ্র খুতবাও তরবীয়ত টিমকে পাঠানো হয়। সমধিক সদস্যরা যেন জুমআর খুতবা শোনেন সেই চেষ্টা করা হয়।

হুযুর আনোয়ার (আই.) জিজ্ঞাসা করেন যে, পাঁচ ওয়াক্ত নামাযের অভ্যাস তৈরীর জন্য আপনি কি পরিকল্পনা তৈরী করেছেন?

সেক্রেটারী সাহেব উত্তর দেন, সর্বপ্রথম আমরা লোকাল সেক্রেটারীদের সঙ্গে জামাতের সদস্যদের ব্যক্তিগত সম্পর্ক গড়ে তুলতে চাই।

হুযুর আনোয়ার জানতে চান যে, আপনি কি কি আপনার সেক্রেটারীদের কর্মতৎরতা নিয়ে সন্তুষ্ট?

সেক্রেটারী সাহেব বলেন, তিনি সন্তুষ্ট নন। হুযুর বলেন, আপনাকে নিজেকে নিজেদের সেক্রেটারীদেরকে সক্রিয় করে তুলতে হবে। যদি তারা সহযোগিতা না করে, অলসতাই করতে থাকে, তবে মরকযকে বলে তাদের পরিবর্তন করুন এবং এমন ব্যক্তিকে নিয়ে আসুন যারা পরিশ্রম করে।

সেক্রেটারী তরবীয়ত বলেন, এছাড়াও আমাদের পরিকল্পনা রয়েছে, আমরা বছরে অন্তত কুড়িটি জামাত পরিদর্শনে যাব। এছাড়া বছরে একবার রিফ্রেশার কোর্সও রাখা হবে।

জেনারেল সেক্রেটারীকে হুযুর জিজ্ঞাসা করেন যে, কতগুলি জামাত নিয়মিত রিপোর্ট পাঠায়? সেক্রেটারী সাহেব উত্তর দেন, ৫৮টি জামাত নিয়মিত রিপোর্ট পাঠায়।

হুযুর আনোয়ার জানতে চান যে, যারা নিয়মিত রিপোর্ট পাঠায়, তিনি কি নিয়মিত সেই সব রিপোর্টগুলি বিশ্লেষণ করে দেখেন? সেক্রেটারী সাহেব বলেন, এ বিষয়ে কিছুটা দুর্বলতা রয়েছে।

হুযুর আনোয়ার বলেন, আপনি যদি জামাতের রিপোর্ট কার্ডে ফিডব্যাক না দেন, তবে জামাতগুলিও অলসতা করবে।

সেক্রেটারী সাহেব বলেন, তিনি মাসিক রিপোর্ট মরকযে পাঠান না।

হুযুর আনোয়ার বলেন, আপনি জেনেরাল সেক্রেটারী, আপনাকে মাসিক রিপোর্টও নিয়মিত মরকযে পাঠানো উচিত।

শিক্ষা বিভাগ

ন্যাশনাল সেক্রেটারী তালিম হুযুরের জিজ্ঞাসার উত্তরে বলেন, এই মুহূর্তে আমাদের কাছে ছাত্রদের নির্দিষ্ট কোনও ডেটা নেই। আমরা এই ডেটা সংগ্রহ করা শুরু করব।

হুযুর আনোয়ার বলেন, আমার মতে, আপনি একা একাজ করতে পারবেন না। আপনাকে ছাত্রদেরকে নিয়ে একটি টিম গঠন করতে হবে বা যারা শিক্ষাক্ষেত্রে রয়েছে, তাদেরকে দলে রাখতে হবে।

হুযুর বলেন, আপনারা কি কোনও কমিটি গঠন করেছেন যারা ছাত্রদের কাউন্সিলিং করে বা তাদেরকে গাইড করে?

সেক্রেটারী সাহেব বলেন, হাই স্কুল ছাত্রদের জন্য বাৎসরিক ইয়ুথ ক্যাম্পের আয়োজন করা হয়। সেই সময় আমরা সেই ছাত্রদের সঙ্গে সেশনের আয়োজন করি। এটা জাতীয় স্তরে আয়োজিত হয়।এই সেশনে প্রায় একশ ছাত্র অংশ গ্রহণ করে থাকে।

হুযুর আনোয়ার বলেন, লোক খুঁজে একটি দল গঠন করুন যারা আপনাকে সাহায্য করবে।

রিশতা নাতা

সেক্রেটারী রিশতা নাতা হুযুরের প্রশ্নের উত্তরে বলেন, এবছর ১৭টি বিবাহ সম্পর্ক স্থাপন করা হয়েছে।

বিয়ের পূর্বে কাউন্সিলিং করা হয় আর বিয়ের ছয় মাস পরেও একটি সমীক্ষা পত্র পাঠানো হয় যার মাধ্যমে তাদের ফিডব্যাক নেওয়া হয়।

হুযুর আনোয়ার জিজ্ঞাসা করেন যে, লাজনা ও খুদ্দামদের কোনও যৌথ সেশনের আয়োজন করেন?

সেক্রেটারী রিশতানাতা বলেন, আমরা ত্রৈমাসিক ভিত্তিতে খুদ্দাম ও লাজনাদের সঙ্গে বৈঠক করে থাকি।

হুযুর আনোয়ার বলেন, গতানুগতিক গাইডলাইন মেনে চলাই আবশ্যক নয়। আপনারা নিজেদের পরিস্থিতি অনুসারে বিভিন্ন পন্থা অনুসন্ধান করতে পারেন।

সেক্রেটারী সাহেব বলেন, আমাদের ডেটা বেস মোট ৫৭৩ ছেলে ও মেয়ের ডেটা রয়েছে। যাদের মধ্যে ৩৪৬জন মেয়ের এবং ২২৭জন ছেলের।

ছেলেদের মধ্য থেকে ৭০ শতাংশ ছেলের বয়স ৪০ এর থেকে কম। আমাদের ডেটা বেসে ২০ শতাংশ মানুষ এমন যারা তালাকপ্রাপ্ত।

নওমোবাইনদের তরবীয়ত বিভাগ।

সেক্রেটারী বলেন, তিনি জন্মগত আহমদী।

হুযুর আনোয়ার বলেন, আপনাদের স্থানীয় সেক্রেটারীদের মধ্য থেকে কতজন সক্রিয়? সেক্রেটারী সাহেব বলেন, খুব কম সংখ্যক সেক্রেটারী সক্রিয় রয়েছে। মাত্র সাত জন সেক্রেটারী ঠিকমত কাজ করছে।

বিগত তিন বছরে মোট ২২৯ জন নোওমোবাইন এসেছেন আর তাদের বিভাগের সঙ্গে এখনও পর্যন্ত যোগাযোগ হয় নি। কেননা, তিনি এবছরই এই বিভাগের জন্য নির্বাচিত হয়েছেন। গত মেয়াদে রহীম লতিফ সাহেব সেক্রেটারী তরবীয়ত (নওমোবাইন) ছিলেন।

হুযুর আনোয়ার বলেন, পূর্বের যে সেক্রেটারী ছিলেন, তিনি নিশ্চয় কোনও ফাইল তৈরী করে থাকবেন। আপনি সেই ফাইলগুলি পড়ুন, অনুরূপভাবে স্থানীয় সেক্রেটারী তরবীয়তের সঙ্গে মিটিং করুন। আর তাদের দিক-নির্দেশনা করুন। তাদেরকে যথারীতি নও মোবাঈনদের কাছে পৌঁছনোর টার্গেট দিন। অন্যথায় আপনি যদি তাদের সঙ্গে যোগাযোগ না করেন, তবে তারা পিছনে সরে যাবে।

তবলীগ বিভাগ

তবলীগ সেক্রেটারী বলেন, এবছর আমরা এক হাজার বয়আতের লক্ষ্যমাত্রা পেয়েছিলাম। আমাদের পরিকল্পনা ছিল এক হাজার মানুষকে জলসায় নিয়ে আসা।

হুযুর আনোয়ার বলেন, আপনাদের লোকাল জামাতের সেক্রেটারীরা যদি সক্রিয় হয় তবে টার্গেট পুরো করতে পারবেন। এছাড়াও মুরুব্বীদের সহায়তাও গ্রহণ করুন। জামাতের তবলীগ সেক্রেটারীদেরকে নিজের জামাতে দায়ি ইলাল্লাহ্‌র টিম গঠন করতে হবে।

সেক্রেটারী তবলীগ বলেন, আমরা দায়ি ইলাল্লাহ্‌র কাজ করছি আর প্রায় প্রতিটি জামাতে দায়ি ইলাল্লাহ্‌ রয়েছেন।

হুযুর আনোয়ার বলেন, লোকাল জামাতের দায়ীঈনদের তালিকা মুবাল্লিগদেরও দিন। মুবাল্লিগদের সঙ্গে নিয়ে তবলীগ সেক্রেটারীদের কাজ করা উচিত।

অর্থ বিভাগ

এরপর সেক্রেটারী মাল নিজের পরিচয় জ্ঞাপন করেন। হুযুরের জিজ্ঞাসার উত্তরে তিনি বলেন, এবছরের সর্বমোট বাজেট ৩ কোটি ১৩ লক্ষ ডলার। যার মধ্যে আবশ্যিক চাঁদার বাজেট ২ কোটি ২০ লক্ষ ডলার। অপরদিকে ওসীয়তের চাঁদার বাজেট ১ কোটি ২৪ লক্ষ ডলার।

হুযুর আনোয়ার বলেন, সঠিক হারে চাঁদা দানের বিষয়ে আপনি কি পদক্ষেপ নিয়েছেন?

হুযুর আনোয়ার বলেন, যদি লোকাল জামাতের সেক্রেটারী মাল সক্রিয় হয়, তবে তারা এমন মানুষদের সঙ্গে যোগাযোগ করে তাদের দৃষ্টি আকর্ষণ করতে পারেন। মানুষকে যদি সঠিকভাবে দৃষ্টি আকর্ষণ করা হয় এবং চাঁদার গুরুত্ব সম্পর্কে সচেতন করা হয়, তবে মানুষ স্বতঃস্ফূর্তভাবে চাঁদা দেয়। লোকাল সেক্রেটারীদের যদি সক্রিয় করে তোলেন, আপনাদের বাজেটে পাঞ্চাশ শতাংশ বৃদ্ধি পেতে পারে।

হুযুর আনোয়ার বলেন, গতবছর এত কোটি টাকা বাজেট ছিল আর এবছর এতটা বৃদ্ধি হল -এই সব নিয়ে আত্মতুষ্ট হলে চলবে না। আমরা অর্থের পিছনে ছুটি না। বস্তুত প্রত্যেক আহমদীর আর্থিক কুরবানি এবং চাঁদার গুরুত্ব সম্পর্কে সচেতন হওয়া উচিত।

হুযুর আনোয়ার বলেন, কেউ যদি কোনও নিরুপায়তার কারণে চাঁদা দিতে না পারে, তবে তার লিখিত অনুমতি নেওয়া উচিত।

ওয়াকফে নও বিভাগ

সেক্রেটারী ওয়াকফে নও হুযুর আনোয়ারের জিজ্ঞাসার উত্তরে বলেন, ওয়াকফে নওদের সংখ্যা ১৮৩০জন। এর মধ্যে ৯৪৬জন ছেলে ও ৮৮৩জন মেয়ে। পনেরো উর্দ্ধ ওয়াকফে নওদের সংখ্যা ১০৪০। এদের মধ্যে ৪৮৩জন ওয়াকফে নওয়ের নবায়ন করেছে। যদিও এই সংখ্যা পুরোপুরি সঠিক নয়। এ বিষয় নিয়ে মরকযের সঙ্গে আমরা কাজ করছি।

হুযুর আনোয়ার (আই.)জিজ্ঞাসা করেন, আপনি কি ওয়াকফে নওদেরকে তাদের সাবজেক্ট অনুযায়ী ক্যাটগোরাইজ করেছেন? সেক্রেটারী ওয়াকফে নও বলেন, তিনি বিভিন্ন বিষয় যেমন- মেডিসিন, সাংবাদিকতা, আইন শাস্ত্র ইত্যাদির ভিত্তিতে শ্রেণীবিভক্ত করা হয়েছে।

হুযুর আনোয়ার (আই.) প্রশ্নের উত্তরে, সেক্রেটারী ওয়াকফে নও বলেন, ১৭৭জন এমন ওয়াকফে নও আছে যারা মেডিসিন পড়াশোনা করছে। তাদের মধ্যে কয়েকজন ডক্টর হয়ে গেছে। কিছু এখনও পড়ছে। এদের মধ্যে ৯৩জন ওয়াকফে নও ছেলে এবং ৮৩ জন মেয়ে। কিন্তু আমার মতে ডেটা বেসে থাকা এই তথ্য সঠিক নয়। আমরা এখন স্থানীয় সেক্রেটারীদের সঙ্গে মিলে এবং অন্যান্য কিছু উপায়ে এটিকে আপডেট করছি।

সমীক্ষা অনুসারে ৬৯ শতাংশ ওয়াকফে নও তাদের সিলেবাস পড়ছে।

আপ্যায়ন বিভাগ

অতিথি আপ্যায়ন বিভাগের সেক্রেটারীকে জিজ্ঞাসা করা হলে তিনি বলেন, গত জুমআর দিন দশ হাজার মানুষের জন্য খাদ্য প্রস্তুত করা হয়েছিল।

যুক্তরাষ্ট্রের আমীর সাহেব বলেন, গত জুমআয় নামাযে উপস্থিতির সংখ্যা ছিল সাড়ে পাঁচ হাজার।

তালিমুল কুরআন ও ওয়াকফে আরযি বিভাগ

হুযুর আনোয়ার (আই.) তালিমুল কুরআন ও ওয়াকফে আরযি সেক্রেটারীকে প্রশ্ন করেন যে, প্রতি বছর কতজন ওয়াকফে আরযি করেন?

সেক্রেটারী তালিম উত্তরে বলেন, গত বছর সাতজন ওয়াকফে আরযি করেছিল।

হুযুর আনোয়ার বলেন, গতবার আমি বলেছিলাম, ন্যাশনাল মজলিস আমেলার সকল সদস্যের ওয়াকফে আরযি করা উচিত। এই নির্দেশ মেনে কতজন মানুষ ওয়াকফে আরযি করেছিলেন? (চলবে...)

রোযার খুঁটিনাটি বিষয় সংক্রান্ত প্রশ্নের উত্তর

রোযা ইসলামের মৌলিক স্তম্ভগুলোর একটি আর তা পালন করা আবশ্যিক কর্তব্য। রোযা সম্পর্কে ছোট ছোট কিছুপ্রশ্নেরও অবতারণা হয়। যেমন- সেহ্‌রি ও ইফতারের সময় নির্দিষ্টকরণ, অসুস্থ্যতার ক্ষেত্রে, মুসাফির অবস্থায় করণীয় ইত্যাদি। অনুরূপভাবে আরো কিছুপ্রশ্ন করা হয়ে থাকে আর সঠিকভাবে রোযা রাখার জন্য এসব প্রশ্নের সঠিক উত্তর জানা একান্ত জরুরী।

এ যুগে আল্লাহ্ তা'লা হযরত মসীহ্ মওউদ (আ.) কে হাকাম ও আদল করে পাঠিয়েছেন। যার দায়িত্ব ছিল ইসলামী শিক্ষার উপর ভিত্তি করে ধর্মের বিবাদমান বিষয়গুলো সম্পর্কে ন্যায়-ভিত্তিক সিদ্ধান্ত প্রদান করা এবং ধর্মীয় বিষয়ে বিভিন্ন সমস্যার সমাধান দেয়া। এ অনুসারে আমরা দেখতে পাই তিনি তাঁর দায়িত্ব সুচারুরূপে পালন করে গেছেন। ধর্মের যে অঙ্গনেই মতভেদ ও সমস্যা ছিল সেসব ক্ষেত্রেই তিনি ন্যায়-ভিত্তিক মীমাংসা এবং সমধান দিয়ে গেছেন, যা সমস্ত মতভেদ দূর করে যৌক্তিকভাবে ইসলামী শিক্ষাকে পুনপ্রতিষ্ঠিত করেছে। অতএব, এ দৃষ্টিকোণ থেকে এ যুগে বিভিন্ন মাসলা মাসায়েলের সমাধান পেতে এবং জ্ঞান বৃদ্ধির জন্য আমাদের উচিত তাঁর মূল্যবান এসব মতামত শিরোধার্য করা।

যেমনটি আমি বলেছি রোযার দৃষ্টিকোণ থেকে বিভিন্ন ধরণের প্রশ্ন উঠানো হয়,তেমন কিছুপ্রশ্নের উত্তর বা এ সম্পর্কে হযরত মসীহ্ মওউদ (আ.)-এর অবস্থান কী ছিল বা তিনি কী নির্দেশনা দিয়েছেন, তাঁর ফতওয়া কী ছিল, সে সম্পর্কে এখন আমি আলোচনা করব।

অতএব, প্রয়োজনের কথা মাথায় রেখে গুরুত্বপূর্ণ কিছুরোযা-সংক্রান্ত মাসলাহ মাসায়েলের সামধান হযরত মসীহ্ মাওউদ (আ.)-এর জীবনের কিছুঘটনার আলোকে সম্মানিত পাঠকদের জন্য নিম্নে তুলে ধরছি। এক্ষেত্রে সর্বপ্রথম যেকথাটি স্মরণ রাখতে হবে তা হল, ইসলামী শিক্ষার মূল ভিত্তি হল তাকওয়া। তাই তাকওয়া সমুন্নত রেখে রোযা-সংক্রান্ত হযরত মসীহ্ মওউদ (আ.)-এর এই উক্তির প্রতি দৃষ্টি নিবদ্ধ রাখা অত্যন্ত জরুরী যে, "আল্লাহ্ তা'লার সন্তুষ্টির জন্য নিষ্ঠার সাথে রোযা রাখ।" (কিশতিয়ে নূহ, রুহানী খাযায়েন, ১৯তম খণ্ড, পৃ. ১৫)

রোযা রাখার ক্ষেত্রে সর্ব প্রথম যে বিষয়টি আসে সেটি হল কখন থেকে রোযা রাখার নির্দেশ। কেননা আমরা আমাদের সমাজে এমন কিছুলোককে দেখতে পাই যারা বলে সৌদি আরবে যেদিন রোযা রাখবে সেদিন থেকেই রোযা রাখতে হবে এবং সৌদি আরবে যেদিন ঈদ করবে সেদিনই ঈদ করতে হবে। তাদের এ কথা অনুযায়ী তারা সাধারণত আমাদের একদিন পূর্বেই রোযা রাখে এবং ঈদও করে। এমন পরিস্থিতিতে ইসলামের শিক্ষা কী তা আমাদের জানা উচিত।

এ প্রসঙ্গে হযরত মসীহ্ মওউদ (আ.) বলেন, তাই সরল এবং সাধারণ মানুষের অবস্থার সাথে সামঞ্জস্যপূর্ণ কথা হল, তারা যেন জ্যোতির্বিদদের মুখাপেক্ষী না থাকে আর কোন তারিখে চাঁদ উদিত হয় তা নিশ্চিৎ হওয়ার জন্য চাঁদ দেখার উপর নির্ভর করে। এতটুকুজ্ঞান থাকা আবশ্যক যে, দিনের সংখ্যা যেন ত্রিশের অধিক না হয়।

এটিও স্মরণ রাখা উচিত, যুক্তিগত দিক থেকেই জ্যোতির্বিদদের হিসাবের উপর চাঁদ দেখার বিষয়টির প্রাধান্য রয়েছে। ইউরোপের দার্শনিকেরাও চাঁদ দেখাকে বেশি নির্ভরযোগ্য মনে করার সুবাদে দৃষ্টিশক্তিকে কাজে লাগাতে বিভিন্ন প্রকার অনুবীক্ষণ এবং দুর্বীক্ষণ যন্ত্র আবিষ্কার করেছে।"

(সুরমায়ে চশমায়ে আড়িয়া, রুহানী খাযায়েন, ২য় খণ্ড, পৃ. ১৯২-১৯৩)

মোট কথা, হযরত মসীহ্ মওউদ (আ.)-এর এ কথাগুলো বলার উদ্দেশ্য হল চাঁদ দেখে রোযা রাখ এবং চাঁদ দেখেই ঈদ কর। মহানবী (সা.)-এর হাদীসেও আমরা এ কথাই দেখতে পাই যে, 'চাঁদ দেখে রোযা রাখ এবং চাঁদ দেখে ঈদ কর।'

(তিরমীযি, কিতাবুস সওম, হাদীস নং-৬৮৮) এ ক্ষেত্রে আরেকটি সমস্যা সৃষ্টি হয় আর তা হল চাঁদ একদিন পূর্বে উদিত হয় এবং কোন কারণে দেখা না যায় আর পরে বুঝা যায় যে, চাঁদ একদিন পূর্বেই উদিত হয়েছে, এমন অবস্থায় কোন্ নীতি অনুসৃত হওয়া উচিত? কেননা এমন হলে একটি রোযা তো বাদ পড়ে যাবে।এ ক্ষেত্রে কী করতে হবে? এ প্রসঙ্গে হযরত মসীহ্ মওউদ (আ.)-কে প্রশ্ন করা হয়েছিল। শিয়ালকোট থেকে এক বন্ধুএরূপ পরিস্থিতির উল্লেখ করে হযরত মসীহ্ মওউদ (আ.)-এর সমীপে লিখেন যে, এখানে মঙ্গলবার সন্ধ্যায় চাঁদ দেখা যায় নি বরং বুধবারে দেখা গেছে অথচ বুধবারে রমযান আরম্ভ হয়ে গেছে। অত্র অঞ্চলে মোটের উপর এটিই হয়েছে আর এ কারণে বৃহস্পতিবারে প্রথম রোযা রাখা হয়। এখন কী করা উচিত? হযরত মসীহ্ মওউদ (আ.) বলেন, এর জন্য রমযানের পর একটি রোযা রাখতে হবে।

(মলফুযাত, ৯ম খণ্ড, পৃ. ৪৩৭, সংস্করণ ১৯৮৫, যুক্তরাজ্যে মুদ্রিত)

অনুরূপভাবে, সেহ্‌রি খাওয়ার বিষয়টি রয়েছে। সেহ্‌রির সময় নিয়ে অনেক কথা রয়েছে যার প্রকৃত সমাধান সবারই জানা থাকা জরুরী।

এ-সংক্রান্ত একটি ঘটনার কথা হযরত সাহেবযাদা মির্যা বশীর আহমদ সাহেব (রা.) উল্লেখ করেছেন। তিনি লিখেন, কপুরথলার মুন্সী জাফর আহমদ সাহেব আমাকে লিখিতভাবে জানিয়েছেন যে, আমি কাদিয়ানে মসজিদে মুবারকের সাথে সন্নিবেশিত কক্ষে অবস্থান করতাম। একবার আমি সেহ্‌রি খাচ্ছিলাম তখন হযরত মসীহ্ মওউদ (আ.) আসেন। তিনি আমাকে সেহ্‌রি খেতে দেখে বলেন, আপনি কি সেহ্‌রির সময় ডাল-রুটিই খান? আর তখনই তিনি ব্যবস্থাপককে ডেকে বলেন,সেহ্‌রির সময় কি বন্ধুদের এমন খাবারই দেওয়া হয়? আমাদের যত বন্ধু আছে তারা সফরে নয়, তাদের সবাইকে জিজ্ঞেস করুন, তাদের কী ধরণের খাবার খাওয়ার অভ্যাস আছে? সেহ্‌রির সময় তারা যা খেতে পছন্দ করে সেই খাবারই যেন তাদের জন্য প্রস্তুত করা হয়। এরপর ব্যবস্থাপক আমার জন্য আরো খাবার নিয়ে আসেন কিন্তু আমি পূর্বেই খাবার শেষ করেছিলাম আর আযানও হয়ে গিয়েছিল। কিন্তু হুযূর বলেন, খাও সময়ের পূর্বেই আযান দেওয়া হয়েছে, এই ব্যাপারে চিন্তা করো না।" (সীরাতুল মাহদী, ২য় খণ্ড, ৪র্থ অংশ, পৃ. ১২৭, রেওয়ায়েত নং ১১৬৩)

হযরত মসীহ্ মওউদ (আ.)-এর সাথে তাহাজ্জুদ পড়া এবং সেহ্‌রি খাওয়া সম্পর্কে একটি ঘটনা বর্ণনা করতে গিয়ে হযরত মির্যা বশীর আহমদ সাহেব (রা.) বলেন, ডাক্তার মীর মোহাম্মদ ইসমাঈল সাহেব আমার কাছে বর্ণনা করেন যে, ১৮৯৫ সনে পুরো রমযান মাস আমার কাদিয়ানে কাটানোর সৌভাগ্য হয়। আমি পুরো মাস হযরত সাহেবের পেছনে তাহাজ্জুদ অর্থাৎ তারাবী পড়েছি। তাঁর রীতি ছিল তিনি রাতের প্রথম ভাগে বেতের পড়ে নিতেন আর রাতের শেষ প্রহরে পর্যায়ক্রমে দুই দুই রাকাত করে আট রাকাত তাহাজ্জুদ পড়তেন। আর এই নামাযে তিনি সবসময় প্রথম রাকাতে আয়াতুল কুরসী তিলাওয়াত করতেন অর্থাৎ থেকে

(সূরা আল বাকারা: ২৫৬)

পর্যন্ত পড়তেন আর দ্বিতীয় রাকাতে সূরা ইখলাস পাঠ করতেন। এছাড়া রুকুএবং সিজদায় 'ইয়া হাইয়্যু ইয়া কাইয়্যুম বিরাহমাতিকা আসতাগীস' প্রায়শ পড়তেন আর এমন স্বরে পড়তেন যে, তাঁর আওয়াজ শোনা যেত।

এছাড়া সবসময়ই তিনি তাহাজ্জুদের পর সেহ্‌রি খেতেন। আর সেহ্‌রি খাওয়ার ক্ষেত্রে এত বিলম্ব করতেন যে, অনেক সময় খেতে খেতে আযান হয়ে যেত। অনেক সময় আযান শেষ হওয়া পর্যন্ত তিনি খাবার খাওয়া অব্যাহত রাখতেন। এই অধম (অর্থাৎ মিয়া সাহেব) নিবেদন করছে যে, সত্যিকার অর্থে যতক্ষণ সুবহে সাদিক পূর্ব দিগন্তে দেখা না যায় ততক্ষণ তো সেহ্‌রি খাওয়া বৈধ। আযানের সাথে এর কোন সম্পর্ক নেই। কেননা ফজরের আযানের সময়ও সুবহে সাদিকের সাপেক্ষেই নির্ধারিত হয়, তাই বিভিন্ন স্থানের মানুষ সচরাচর আযানকে সেহ্‌রির শেষ সীমা মনে করে। কাদিয়ানে যেহেতু সুবহে সাদিক প্রস্ফূটিত হতেই ফজরের আযান হয়ে যায় বরং হতে পারে অনেক সময় ভুলবশত বা অসাবধানতাবশত এর পূর্বেও হয়ে যায়, তাই এমন সময় হযরত মসীহ্ মওউদ (আ.) আযানের প্রতি কর্ণপাত করতেন না বরং সুবহে সাদিক স্পষ্ট হওয়া পর্যন্ত সেহ্‌রি খেতেন। সত্যিকার অর্থে এ প্রসঙ্গে

শরীয়তের উদ্দেশ্য এটি নয় যে, জ্ঞানগত বা হিসাবের দৃষ্টিকোণ থেকে যখন সুবহে সাদিকের উন্মেষ ঘটে তখনই খাবার ছেড়ে দেয়া উচিত। বরং শরীয়তের উদ্দেশ্য হল, সাধারণ মানুষের দৃষ্টিতে যখন সুবহে সাদিকের শুভ্রতা প্রকাশ পায় তখন খাবার ছেড়ে দেওয়া উচিত। কেননা 'তাবায়্যান' শব্দ এদিকেই ইঙ্গিত করছে। হাদীসে বর্ণিত হয়েছে যে, মহানবী (সা.) বলেন, বেলালের আযান শুনে সেহ্‌রি খাওয়া বন্ধ করবে না বরং ইবনে মাক্বতূম-এর আযান পর্যন্ত পানাহার অব্যাহত রাখ। ইবনে মাক্বতূম যেহেতু অন্ধ ছিলেন তাই সকাল হয়ে গেছে বলে হইচই আরম্ভ না হওয়া পর্যন্ত তিনি আযান দিতেন না।" (সীরতুল মাহদী, ১ম খণ্ড, সংখ্যা ২ ২য় অংশ, রেওয়ায়েত নং ৩২০, পৃ. ২৯৫-২৯৬)

এ-সংক্রান্ত আরেকটি ঘটনা– হযরত মির্যা বশীর আহমদ সাহেব (রা.) বর্ণনা করেন, ডাক্তার খলীফা রশীদ উদ্দিন মরহুম সাহেবের স্ত্রী কাদিয়ানের লাজনা ইমাইল্লাহ্‌র বরাতে লিখিতভাবে জানিয়েছেন যে, ১৯০৩ সনের কথা, আমি এবং মরহুম ডাক্তার সাহেব রুঢ়কী থেকে এখানে আসি, চারদিন ছুটি ছিল। হুযূর জিজ্ঞেস করেন, সফরে রোযা রাখেননি তো? আমরা বললাম, না। হুযূর আমাদের থাকার জন্য গোলাপি কক্ষ বরাদ্দ করেন। ডাক্তার সাহেব বলেন, আমরা রোযা রাখব। তিনি (আ.) বলেন, ভালো কথা। এরপর বলেন, আপনারা সফরে আছেন। ডাক্তার সাহেব বলেন, কয়েকদিন এখানে অবস্থান করব, তাই রোযা রাখার ইচ্ছা হচ্ছে। তিনি (আ.) বলেন, ঠিক আছে,আমরা আপনাদেরকে কাশ্মীরি পরোটা খাওয়াব। আমরা ভাবছিলাম, আল্লাহ্‌ই জানে, কাশ্মীরি পরোটা না জানি কেমন হয়। যখন সেহ্‌রির সময় হয় আর আমরা তাহাজ্জুদ ও নফল শেষ করি, এরপর খাবার আসে তখন হযরত মসীহ্ মওউদ (আ.) স্বয়ং সেই গোলাপি কক্ষে আসেন (যা নিচের তলায় অবস্থিত ছিল)। হযরত মৌলভী আব্দুল করীম সাহেব উপরের তিন তলায় থাকতেন। তার বড় স্ত্রী করীম বিবি সাহেবা যাকে মৌলভীয়ানী বলা হত, তিনি কাশ্মীরি ছিলেন। তিনি ভালো পরোটা বানাতে পারতেন। হুযূর আমাদের জন্য তার হাতে পরোটা বানিয়েছিলেন। উপর

EDITOR
Tahir Ahmad Munir
Sub-editor: Mirza Safiul Alam
Mobile: +91 9 679 481 821
e-mail : Banglabadar@hotmail.com
website:www.akhbarbadrqadian.in
www.alislam.org/badr

REGISTERED WITH THE REGISTRAR OF NEWSPAPERS OF INDIA AT NO PUNBEN/ 2016 / 70524

সাপ্তাহিক **বদর** কাদিয়ান Weekly

BADAR

Qadian

Distt. Gurdaspur (Pb.) INDIA Qadian - 143516

MANAGER
SHAIKH MUJAHID AHMAD
Mob: +91 9915379255
e.mail:managerbadrqnd@gmail.com

POSTAL REG NO GDP- 43 / 2023 -2025

Vol-8 Thursday, 6 April, 2023 Issue No.14

ANNUAL SUBSCRIPTION : Rs. 600/- (Per Issue : Rs. 12/-) (WEIGHT: 20-50 gms/issue)

থেকে গরম গরম পরোটা আসতো আর হুযূর (আ.) নিজেতা নিয়ে আমাদের সামনে রাখতেন এবং বলতেন, ভালো করে পেট ভরে খাও। আমার লজ্জা হচ্ছিল, ডাক্তার সাহেবও লজ্জিত ছিলেন কিন্তু আমাদের উপর হুযূরের স্নেহ এবং বদান্যতার যে প্রভাব ছিল তার ফলে আমাদের রন্ধ্রে রন্ধ্রে আনন্দের শিহরণ অনুভূত হচ্ছিল। ততক্ষণে আযান হয়ে যায়। হুযূর (আ.) আমাদের বলেন, আরো খাও, এখনো অনেক সময় আছে। তিনি (আ.) বলেন, কুরআন শরীফে আল্লাহ্ তা'লা বলেন,

وَكُلُوا وَاشْرَبُوا حَتّٰى يَتَبَيَّنَ لَكُمُ الْخَيْطُ الْاَبْيَضُ مِنَ الْخَيْطِ الْاَسْوَدِ مِنَ الْفَجْرِ

(সূরা আল্ বাকারা: ১৮৮) মানুষ এটি মেনে চলে না। খাও, এখনো অনেক সময় আছে। মুয়ায্যিন সময় হওয়ার পূর্বেই আযান দিয়ে দিয়েছে। আমরা যতক্ষণ খাচ্ছিলাম হুযূর দাঁড়িয়ে ছিলেন বা পায়চারি করছিলেন। যদিও ডাক্তার সাহেব বলেন, হুযূর! বসুন, আমি পরিচারিকাকে দিয়ে পরোটা আনিয়ে নিব বা আমার স্ত্রী নিয়ে আসবে, কিন্তু হুযূর সেকথা মানেন নি বরং আমাদের অতিথি সেবায় নিয়োজিত থাকেন। এই খাবারে তরকারীও ছিল আর দুধ এবং সেমাই ইত্যাদিও ছিল। (সীরাতুল মাহদী, ২য় খণ্ড, ৫ম অংশ, পৃ. ২০২-২০৩, রেওয়ায়েত নং ১৩২০)

বর্তমান প্রেক্ষাপটে আরেকটি গুরুত্ব এবং অধিকাংশ মানুষের প্রশ্ন হল সফরও অসুস্থতার সময়কি রোযা রাখা বৈধ? এ সম্পর্কে হযরত মুসলেহ্ মওউদ (রা.) এক জায়গায় বলেন, "আমার ভালোভাবে মনে পড়ে, খুব সম্ভব মির্যা ইয়াকূব বেগ সাহেব, যিনি আজকাল লাহোরী জামা'তের একজন নেতৃস্থানীয় সদস্য। একবার তিনি বাহির থেকে এখানে আসেন, আসরের সময় ছিল। হযরত মসীহ্ মওউদ (আ.) তাকে জোর দিয়ে বলেন, রোযা ভেঙ্গে ফেল।আরো বলেন, সফরে রোযা রাখা বৈধ নয়। একইভাবে একবার অসুস্থতার প্রশ্ন আসলে তিনি বলেন, আমাদের দৃষ্টিভঙ্গি হল, ধর্ম যে ছাড় দিয়েছে সেগুলো গ্রহণ করা উচিত। ধর্ম কাঠিন্য নয় বরং স্বাচ্ছন্দ্য শিখায়। হযরত মসীহ্ মওউদ (আ.) বলতেন, কেউ কেউ বলে, মুসাফির ও অসুস্থরা যদি রোযা রাখতে পারে তাহলে রাখা উচিত, আমরা একে সঠিক মনে করি না। এ প্রসঙ্গে হযরত খলীফাতুল মসীহ্ আউয়াল (রা.) মুহীউদ্দীন ইবনে আরাবীর উক্তি শুনিয়েছেন যে, সফর এবং অসুস্থতায় রোযা রাখা তিনি বৈধ মনে করতেন না আর তার দৃষ্টিতে এমন অবস্থায় রোযা রাখলেও,পরে তা আবার রাখা আবশ্যক। এটি শুনে হযরত মসীহ্ মওউদ (আ.) বলেন, হ্যাঁ, আমাদেরও একই বিশ্বাস।"

(খুতবাতে মাহমুদ, ১৩তম খণ্ড, পৃ. ৩৭)

আরেকটি ঘটনা রয়েছে, এ থেকে দুটি বিষয় পরিষ্কার হয়। একটি হল সফরে রোযা রাখা এবং আরেকটি কাদিয়ানে রোযা রাখা। একবার বক্তৃতা করার সময় হযরত মুসলেহ্ মওউদ (রা.) বলেন, আমাকে একটি প্রশ্ন করা হয়েছে আর তা হল, হযরত মসীহ্ মওউদ (আ.) রোযা সম্পর্কে এই ফতওয়া দিয়েছেন যে, "রোগী এবং মুসাফির যদি রোযা রাখে তাহলে তাদের বিরুদ্ধে নির্দেশ লঙ্ঘনের ফতওয়া বর্তাবে।" অথচ আল ফযলে আপনার পক্ষ থেকে এই ঘোষণা ছাপা হয়েছে যে, আহমদী বন্ধুরা যারা সালানা জলসায় আসবেন, তারা এখানে এসে রোযা রাখতে পারবেন কিন্তু যারা রোযা রাখবে না এবং পরে রাখবে তাদের বিরুদ্ধেও কোন আপত্তি বর্তাবে না।এ সম্পর্কে হযরত মুসলেহ্ মওউদ (রা.) বলেন, "প্রথমত আমি একথা বলতে চাই যে, আমার কোন ফতওয়া আল ফযলে ছাপেনি। হ্যাঁ, হযরত মসীহ্ মওউদ (আ.)-এর বিভিন্ন রেওয়ায়েতের বরাতে একটি ফতওয়া ছেপেছে। আসল কথা হল, খিলাফতের প্রথম দিকে আমি সফরে রোযা রাখতে বারণ করতাম, কেননা আমি হযরত মসীহ্ মওউদ (আ.)-কে দেখেছি, তিনি মুসাফিরকে রোযা রাখার অনুমতি দিতেন না। একবার আমি দেখেছি, মির্যা আইয়ুব বেগ সাহেব রমযানে এখানে (কাদিয়ানে) আসেন, তিনি রোযা রেখেছিলেন। আসরের সময় তিনি যখন পৌঁছেন, হযরত মসীহ্ মওউদ (আ.) তাকে বলেন, রোযা ভেঙ্গে ফেলুন, সফরে রোযা রাখা অবৈধ। এটি নিয়ে দীর্ঘ বিতর্ক এবং কথা হয়, যেমনটি পূর্বেই বলা হয়েছে। হযরত খলীফাতুল মসীহ্ আউয়াল (রা.) চিন্তা করেন, কোথাও আবার কেউ হোঁচট না খায়, তাই তিনি ইবনে আরাবীর উক্তি উপস্থাপন করে বলেন, তিনিও একই কথা বলেছেন। হযরত মুসলেহ্ মওউদ (রা.) বলেন, আমার উপর এই ঘটনার যে প্রভাব ছিল সেই কারণে আমি সফরে রোযা রাখতে বারণ করতাম। ঘটনাক্রমে একবার মৌলভী আব্দুল্লাহ্ সানৌরী সাহেব এখানে রমযান মাস কাটানোর জন্য আসেন। তিনি বলেন, আমি শুনেছি যারা বাহির থেকে আসেন আপনি তাদেরকে রোযা রাখতে বারণ করেন। কিন্তু আমার রেওয়ায়েত হল, এখানে এক ব্যক্তি আসেন, তিনি হযরত মসীহ্ মওউদ (আ.)-এর কাছে নিবেদন করেন যে, আমি এখানে অবস্থান করব, তাই এখন কি আমি রোযা রাখব নাকি রাখব না?

হযরত মসীহ্ মওউদ (আ.) বলেন, হ্যাঁ আপনি রোযা রাখতে পারেন, কেননা কাদিয়ান আহমদীদের জন্য দ্বিতীয় জন্মভূমির মর্যাদা রাখে। যদিও মরহুম মৌলভী আব্দুল্লাহ্ সানৌরী সাহেব হযরত মসীহ্ মওউদ (আ.)-এর খুব কাছের সাহাবী ছিলেন, নৈকট্য প্রাপ্ত ছিলেন, তথাপি আমি শুধু তাঁর রেওয়ায়েতই গ্রহণ করিনি, এ সম্পর্কে মানুষের সাক্ষ্যও গ্রহণ করেছি আর জানা গেছে যে, হযরত মসীহ্ মওউদ (আ.) কাদিয়ানে অবস্থানকালে রোযা রাখার অনুমতি দিতেন, অবশ্য আসা এবং যাওয়ার দিন অনুমতি দিতেন না, সেকারণে আমার প্রথম দৃষ্টিভঙ্গি পরিবর্তন করতে হয়েছে। এবার রমযানে যখন বার্ষিক জলসা ঘনিয়ে আসছিল আর প্রশ্ন উঠানো হয় যে, তাদের রোযা রাখা উচিত কিনা তখন এক ব্যক্তি

বলেন, হযরত মসীহ্ মওউদ কথা বলেন, কাদিয়ানে এসে রোযা রাখা বৈধ। এখন তাঁর একটি ফতওয়া আমরা গ্রহণ করব আর অপরটি প্রত্যাখ্যান করব, এমনটি হওয়া উচিত নয়। এভাবে সেই কথাই প্রযোজ্য হবে যা এক পাঠান সম্পর্কে প্রসিদ্ধ রয়েছে। পাঠানরা ফিকাহ্ শাস্ত্রকে কঠোরভাবে মেনে চলে। এক পাঠান ছাত্র ছিল। সেপড়েছে যে, নামাযে"হরকতে কবীরা' বা খুব বেশি নড়াচড়া (যেমন নামায ছেড়ে দরজা খুলে দেয়া ইত্যাদি) করলে নামায নষ্ট হয়ে যায়। মহানবী (সা.) সম্পর্কে হাদিসে সে পড়ল যে, তিনি একবার নামাযে নড়াচড়া করেছেন তখন সে বলল, ও-হো, মুহাম্মদ (সা.)-এর তো তাহলে নামায নষ্ট হয়ে গেছে। কেননা কদূরী-তে লেখা আছে, 'হরকতে কবীরা'বা খুব বেশি নড়াচড়া করলে নামায নষ্ট হয়ে যায়।

অতএব, যিনি এই ফতওয়া দিয়েছেন যে, সফরে রোযা রাখা উচিত নয়, তিনি আবার একথাও বলেছেন, কাদিয়ান আহমদীদের জন্য দ্বিতীয় মাতৃভূমি আর এখানে রোযা রাখা বৈধ। তাই এখানে রোযা রাখা তাঁর প্রদত্ত ফতওয়া অনুসারেই সঠিক, যদিও এর আরো কারণাদি রয়েছে।"

(আল ফযল, ৪ জানুয়ারি, ১৯৩৪, পৃ . ৩-৪, ২১তম খণ্ড, সংখ্যা ৮০)

কোন একস্থানে অবস্থান কালে রোযা রাখা সম্পর্কে হযরত সৈয়দ মোহাম্মদ সরওয়ার শাহ্ সাহেব লিখেন, রোযা সম্পর্কে হযরত মসীহ্ মওউদ (আ.) বলেছেন, যদি কোন ব্যক্তিকে এক জায়গায় তিন দিনের অধিককাল পর্যন্ত অবস্থান করতে হয় তাহলে তার রোযা রাখা উচিত। তিন দিনের কম যদি থাকতে হয় তাহলে রোযা রাখা উচিত নয়। আর কাদিয়ানে যদি স্বল্পকাল অবস্থান সত্ত্বেও কেউ রোযা রাখে তাহলে পরে আর রোযা রাখার প্রয়োজন নেই। (ফতওয়ায়ে হযরত সৈয়দ মুহাম্মদ সারওয়ার শাহ্ সাহেব, রিজিষ্ট্রার নং ৫, দারুল ইফতাহ্, রাবওয়া, ফিকাহ আল মাসীহ্, পৃ. ২০৮, বাব রোযা অর রমাযান)

যেহেতু কাদিয়ান আহমদীদের দ্বিতীয় মাতৃভূমি, তাই এখানে তিন দিনের চেয়ে কম সময় অবস্থান হলেও রোযা রাখতে পারে, কিন্তু অন্য স্থানে তিন দিন অবস্থান করলে রোযা রাখতে পারবে।(আ.)-এর যুগে রমযানে যখন জলসা হত আমরা স্বয়ং অতিথিদের সেহ্রি খাইয়েছি। এই প্রেক্ষিতে আমি যে, এখানে জলসায় আগমনকারীদের রোযা রাখার অনুমতি দিয়েছি, তা-ও হযরত মসীহ্ মওউদ (আ.)-এরই একটি ফতওয়া। পূর্বের আলেমগণ সফরে রোযা রাখা বৈধ আখ্যা দিয়ে দিত আর অ-আহমদী মৌলভীরা তো বর্তমান সময়ের সফরকে সফর বলেই গণ্য করে না। কিন্তু হযরত মসীহ্ মওউদ (আ.) সফরে রোযা রাখতে বারণ করেছেন, আবার তিনি নিজেই এ মুসাফির ও রুগ্নদের রোযা না রাখা-সংক্রান্ত একটি ঘটনা রয়েছে। হযরত মসীহ্ মওউদ (আ.) এটি জানতে পারেন যে, লাহোর থেকে শেখ মুহাম্মদ চট্টুসাহেব নামে এক ব্যক্তি এসেছেন আর অন্য মানুষও এসেছে। হযরত মসীহ্ মওউদ (আ.) তাঁর মহান চারিত্রিক বৈশিষ্ট্যের অধিনে বাহিরে আসেন, উদ্দেশ্য ছিল তিনি ভ্রমণের জন্য বাহিরে যাবেন আর বন্ধুদের সাথে সাক্ষাতেরও উপলক্ষ সৃষ্টি হবে, যারা বাহির থেকে এসেছেন তাদের সাথে সাক্ষাৎ হবে। অন্যরাও জানতে পারে যে, হযরত মসীহ্ মওউদ (আ.) বাহিরে আসবেন। তাই অনেকেই ছোট মসজিদে (অর্থাৎ মসজিদে মুবারকে) সমবেত হন। হযরত মসীহ্ মওউদ (আ.) যখন দরজার বাহিরে আসেন রীতি অনুসারে খোদ্দামরা পতঙ্গের মত তাঁর দিকে ছুটে

এরপর ৯ পাতায়...

মসীহ মওউদ (আ.)-এর বাণী

"সেই লোকগুলি তোমাদের আদর্শ যাদের সম্পর্কে আল্লাহ্ তা'লা বলেন, 'কোন ব্যবসা, বানিজ্য ও কেনাবেচা তাদেরকে আল্লাহ্র যিকর বা স্মরণ থেকে বাধা দেয় না।" *(মালফুযাত, ৫ম খণ্ড, পৃ: ১০৪)*

দোয়াপ্রার্থী: **Nurjahan Begum, Kolkata (W.B)**

Printed & Published by: Jameel Ahmed Nasir on behalf of Nigran Board of Badar. Name of Owner: Nigran Board of Badar. And printed at Fazle-Umar Printing Press. Harchowal Road, Qadian, Distt. Gurdaspur-143516, Punjab. And published at office of Weekly Badar Mohallah - Ahmadiyya, Qadian Distt. Gsp-143516, Punjab. India. Editor: Tahir Ahmad Munir